Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Magh 04, 1432 Bangla, January 18, 2026, Sunday, No. 18, 56th year

H I G H L I G H T S

Casualties in explosions while making cocktails at a madrasa in Keraniganj, Dhaka, and at Jajira in Shariatpur have raised concern of deterioration in the law & order situation ahead of the national polls. (BBC: 07)

The European Union Election Observation Mission has deployed 56 long-term observers across all 64 districts of Bangladesh to monitor the upcoming parliamentary election. (DW: 09)

After Islami Andolan Bangladesh withdrew from the '11-party electoral alliance' led by Jamaat-e-Islami, the question arises whether the attempt to bring the votes of religious parties into 'one box' has failed. (BBC: 03)

Professor Ali Riaz, special assistant to the chief adviser has stated that there is no legal restriction preventing public servants from campaigning in favour of a "Yes" vote in the referendum. (Jago News: 13)

NCP has warned it will take to the streets if dual citizens or loan defaulters are allowed to contest in the parliamentary polls. (Jago News: 17)

BNP Chairman Tarique Rahman has said the future democratic government has a responsibility towards the families of victims of enforced disappearance and murder. (Jago News: 11)

Bangladesh Cricket Board has reiterated its firm refusal to play the upcoming T20 World Cup matches in India, citing ongoing security concerns for players and fans. (BBC: 04)

There has been no significant progress in the trial of journalist couple Sagar-Runi murder even during the tenure of interim govt; in fact, the date for submitting probe report has been postponed 11 times. (DW: 09)

Bangladesh Minority Lawyers Unity has expressed concern about violence against minority communities in the country and protested against it as it has not stopped. (Jago News: 12)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ০৪, বাংলা ১৪৩২, জানুয়ারি ১৮, ২০২৫, রবিবার, নং- ১৮, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

ঢাকার কেরাণীগঞ্জে একটি মাদ্রাসা এবং শরিয়তপুরের জাজিরায় ককটেল বানানোর সময় বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। (বিবিসি: ০৭)

দেশের ৬৪ জেলায় ৫৬ জন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক মোতায়েন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য' থেকে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন বেরিয়ে যাওয়ার পর ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ভোট 'এক বাক্সে' আনার চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়লো কি-না সেই প্রশ্ন উঠছে। (বিবিসি: ০৩)

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে সরকারি কর্মচারীদের প্রচারে সংবিধান কিংবা প্রচলিত আইনে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সরকারি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। (জাগো নিউজ: ১৩)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিক এবং যারা ঋণখেলাপি তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে আইনি লড়াই এবং রাজপথে নামার ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টি। (জাগো নিউজ: ১৭)

গুম-খুনের শিকার পরিবারের প্রতি আগামীর গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব রয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। (জাগো নিউজ: ১১)

বাংলাদেশের খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের নিরাপত্তাঝুঁকির কারণে ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার অনড় অবস্থনের কথা আবারও আইসিসিকে জানিয়েছে বিসিবি। (বিবিসি: ০৪)

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচারের বিষয়ে অন্তবর্তী সরকারের আমলেও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই; বরং তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ১১ বার পেছানো হয়েছে। (ডয়েচে ভেলে: ০৯)

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা বন্ধ না হওয়ায় উদ্বেগ ও এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ মাইনরিটি লইয়ার্স ইউনিটি। (জাগো নিউজ: ১২)

বিবিসি

ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ভোট 'এক বাক্সে' আনার রাজনীতি কি থমকে গেল

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন '১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য' থেকে বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন বেরিয়ে যাওয়ার পর ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ভোট 'এক বাক্সে' আনার চেষ্টা মুখ থুবড়ে পড়লো কি-না সেই প্রশ্ন উঠছে। অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর মধ্যে 'অনৈক্য আর বিবাদ' এতই তীব্র ও দৃশ্যমান যে, এসব দলের পক্ষে জোটবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হওয়া কতটা সম্ভব, সেই আলোচনাও আছে রাজনৈতিক অঙ্গনে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, তারা এখনো 'এক বাক্স নীতিতে' আছে এবং দলটি মনে করছে 'ইসলামপন্থিদের ভোট এক বাক্সে' আনার সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তবে, ইসলামী আন্দোলন বলছে, 'ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবেন না' বলে জামায়াতের আমির যেই ঘোষণা দিয়েছেন, সেটি দুই দলের মধ্যে আদর্শিক দূরত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং এই 'আদর্শিক দূরত্বই' শেষ পর্যন্ত নির্বাচনি জোট করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন, নির্বাচনি ঐক্য না হলে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন- উভয় দলই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে, নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড অনৈক্য নিয়ে 'ইসলামপন্থিদের ভোট' এক বাক্সে আনার কথা কীসের ভিত্তিতে বলা হয়েছিল, তা তারা কখনোই পরিষ্কার করতে পারেনি। তারা অবশ্য এও বলছেন যে, এবারের চেষ্টাটি এ ধরনের দলগুলোকে আলোচনার টেবিলে বসিয়েছে। ফলে, এবারের নির্বাচনকে ঘিরে তারা জোটবদ্ধ না হতে পারলেও, প্রচেষ্টাটির একেবারে মৃত্যু হয়ে যাবে না বলেই মনে করছেন তারা। প্রসঙ্গত, শুক্রবারই ইসলামী আন্দোলন জামায়াত জোটে না থেকে ২৬৮ আসনে দলীয় প্রার্থীদের এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছে। ওই দিনের সংবাদ সম্মেলনে দলের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান বলেছিলেন, "ওয়ান বক্স পলিসির মাধ্যমে ইসলামপন্থি শক্তি এক করার যে চেষ্টা ছিল, সেটি নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে বলেই নিজেদের মতো নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসলামী আন্দোলন।"

টানাপড়েন ও বিচ্ছেদের কারণ কী

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার লক্ষ্য নিয়ে একটি জোট গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের আগস্টে, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই। জামায়াতে ইসলামীর দিক থেকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এরপর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বরিশালের চরমোনাইয়ে গিয়ে চরমোনাই পীর হিসেবে পরিচিত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের সাথে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সৌজন্য সাক্ষাতের ঘটনা ব্যাপক আলোচনায় এসেছিল। দলটির নেতারা তখন বলেছিলেন, "৫ আগস্ট পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভেদাভেদ ভুলে এক হয়ে কাজ করতে হবে- এটি কে 'থিম' ধরে ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে 'মতবিনিময়' শুরু করেছেন তারা, যার মূল লক্ষ্য হলো পরবর্তী সংসদ নির্বাচন।" এর ধারাবাহিকতায় গত নয় মাস আগে নির্বাচনে আসন সমঝোতার মোর্চা গঠন করে জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ আটটি ইসলামী দল। কিন্তু, সেই সংসদ নির্বাচনের এক মাসেরও কম সময় আগে সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের নেতৃত্বাধীন ইসলামী আন্দোলন জানালো যে, তারা জামায়াত নেতৃত্বাধীন এই নির্বাচনি জোটে না থেকে আলাদাভাবেই নির্বাচন করতে যাচ্ছে।

নির্বাচনি জোট তৈরির প্রক্রিয়ায় থাকা বিভিন্ন দলের কয়েকজন নেতার সাথে আলোচনা করে যে ধারণা পাওয়া গেছে, সেটি হলো- জোটের ভেতরে আসন বণ্টন নিয়ে বনিবনা না হওয়া এবং এ নিয়ে জামায়াতের কর্তৃত্ব সুলভ আচরণ ক্ষুব্ধ করেছে চরমোনাই পীর হিসেবে পরিচিত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম। বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন করে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন নির্বাচনি জোটের ১০টি দলের মধ্যে আসন বণ্টনের চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে জানানো হয়, ১১ দলীয় ঐক্যে থাকা দলগুলোর মধ্যে মোট ২৫৩ আসনে সমঝোতা হয়েছে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না- বুধবার দলটির আমিরকে উদ্ধৃত করে এমন খবর গণমাধ্যমে আসার পর প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে ইসলামী আন্দোলনের ভেতরে। "তারা আমাদের বলেছিল, ক্ষমতায় গেলে ইসলামের বিধি বিধান ও শরিয়াহ আইন করবে। কিন্তু এখন তারা সেখানে থেকে সরে গেছে। মৌলিক জায়গা থেকে সরে যাওয়ায় তাদের ওপর আস্থা রাখা কঠিন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ইসলামী আন্দোলনের মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান। জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের সংবাদ মাধ্যমকে এ বিষয়ে বলেছেন, "আমিরে জামায়াত বলেছেন, বাংলাদেশে যে বিদ্যমান আইন, সে আইনেই বাংলাদেশ চলবে, যেখানে সব ধর্মের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা হবে। এই আইনটাই যথেষ্ট এখন।"

থমকে গেল এক বাক্সের রাজনীতি?

নির্বাচনকে সামনে রেখে ইসলামপন্থিদের ভোটের পক্ষে একটি প্রচারণা শুরু হয়েছিল। এতে 'ভোট দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে' কিংবা 'বেহেশতের টিকিট' কিংবা 'ঈমানের জন্য ভোট'- এমন ধরনের মন্তব্য গত কিছুদিন ধরে আলোচনা সমালোচনায় আসছিল। কিন্তু, এর মধ্যেই শরিয়াহ আইন নিয়ে জামায়াত আমিরের মন্তব্য গণমাধ্যমে এসেছে। ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান স্বীকার করেছেন যে, জোট না হলে তারা সবাই কিছু না কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু, "ইসলামের সঠিক ধারা টিকিয়ে রাখতে হবে। কারণ সহজ সরল মানুষ আমাদের ওপর

আস্থা রাখে। তাদের বিশ্বাস ও আস্থার মূল্য আমাদের দিতে হবে।'' যদিও বিশ্লেষকরা কেউ কেউ মনে করেন, বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ ও এর সাথে ঘনিষ্ঠ বাম শক্তির বাইরে বিএনপি-জামায়াতসহ অনেকগুলো দলই ইসলামপন্থিদের ভোট কম বেশি পেয়ে আসছে। কিন্তু, এবার তাদের মতে, এবারের নির্বাচনের প্রেক্ষাপট ও ডাইমেনশন ভিন্ন, কারণ আওয়ামী লীগ ও তাদের ঘনিষ্ঠ বাম শক্তি এই নির্বাচনে নেই। "ইসলামপন্থি ভোটার আসলে কারা এবং ইসলামপন্থি ভোট যারা এক বাক্সে আনার কথা বলেছিলেন, সেটা তারা কোন চিন্তায় বলেছিলেন, সেটা তারা পরিষ্কার করেননি। যদিও এটি একটি আবেগ তৈরি করছিল এবং বিএনপির জন্য তা কিছুটা চিন্তার কারণ হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্বাচনি জোট না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে জামায়াত ও ইসলামি আন্দোলন," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন ইসলামিক বিষয়ক লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক শরীফ মুহাম্মদ।

যদিও কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, ইসলামপন্থি দলগুলোর মধ্যে প্রকৃত অর্থে রাজনৈতিক দলের চরিত্র নিয়ে তৈরি হওয়া সংগঠন কম। কোনো কোনো দল শুধুই মুরিদ নির্ভর, আবার কোনো কোনো দল ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ। "অনেক দল নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে পরিষ্কার নয়। অনেক দলের সাথেই জনমানুষের যোগসূত্র কম। ইসলামী আন্দোলন সরে যাওয়ায় 'ওয়ান বক্স' পলিসি কার্যকর না হলেও জামায়াত বা জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষতিগ্রস্ত হবে না," বিবিসি বাংলাকে বলেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দৈনিক নয়াদিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর। যদিও শরীফ মুহাম্মদ বলছেন, নির্বাচনি জোট না হলে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলন উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এর জেরে দেখা যাবে কিছু আসনে অল্প ভোটের জন্য দল দুটির প্রার্থীরা বিপর্যয়ে পড়বে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

আইসিসির সাথে বিসিবির বৈঠকে কী আলোচনা হলো?

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিতে ভারতের মাটিতে পা না রাখার বিষয়ে অনড় অবস্থানেই আছে বাংলাদেশ। ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করতে আসা আইসিসির প্রতিনিধি দলের সাথে বিসিবির বৈঠক শেষ হয়েছে শনিবার রাতে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খবরে জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বা বিসিবি ওই বৈঠকে তাদের পূর্ববর্তী অবস্থান ধরে রাখার বিষয়ে জোর দিয়েছে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের ম্যাচ যেন ভারত থেকে সরিয়ে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তর করা হয়, সেটি জানিয়েছে আইসিসিকে। বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে যে, তারা আইসিসির সাথে এই বিষয়ে "গঠনমূলক আলোচনা চালিয়ে যাবে।" বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, "আলোচনার সময় বিসিবি তাদের ম্যাচ শ্রীলঙ্কায় সরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে তাদের আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পুনর্ব্যক্ত করেছে।" ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) আইপিএল ২০২৬ আসরের দল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনায় যে উত্তেজনার শুরু হয়েছিল, তা কবে কাটবে, সে উত্তর এখনো অস্পষ্ট। বরং, আইসিসির সিদ্ধান্তের ওপর এখনো অনেক কিছু নির্ভর করছে।

এর মধ্যে, বিসিবি পরিচালক নাজমুল ইসলামের মন্তব্য ঘিরে ক্রিকেটারদের সঙ্গে বোর্ডের বিরোধও আরেক সংকট তৈরি করে রেখেছে। বাংলাদেশ দলের ভারতে যাওয়া না যাওয়ার পাশাপাশি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনায় উঠে আসে বলেও জানিয়েছে বিসিবি। "বাংলাদেশকে অন্য একটি গ্রুপে স্থানান্তর করা যায় কি না, এই সম্ভাবনা নিয়েও" আলোচনা হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈঠকের পর বাংলাদেশি ও ভারতীয় বেশ কিছু গণমাধ্যমের খবরে বলা হচ্ছে যে, আয়ারল্যান্ডের সাথে বাংলাদেশের গ্রুপ পরিবর্তন করা সম্ভব কি না, সেই বিষয়ে কথা হয়েছে আইসিসি ও বিসিবির মধ্যে। তবে, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ডের বরাত দিয়ে ক্রিকেটের তথ্য বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ একটি খবরে জানিয়েছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আয়ারল্যান্ডের সাথে গ্রুপ অদলবদলের প্রস্তাব দিয়েছে বিসিবি। তবে, আয়ারল্যান্ড "মূল সময়সূচি থেকে সরছে না।" বিসিবি জানায়, শনিবারের বৈঠকে আইসিসির প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সংস্থাটির ইভেন্টস অ্যান্ড করপোরেট কমিউনিকেশন্স বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার গৌরব সাক্সেনা ও ইন্টেগ্রিটি ইউনিটের জেনারেল ম্যানেজার অ্যান্ড্রু এফগ্রেভ। বৈঠকে বিসিবির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, ভাইস প্রেসিডেন্ট সাখাওয়াত হোসেন, ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান নাজমুল আবেদিন ও প্রধান নির্বাহী নিজাম উদ্দিন চৌধুরী।"এই আলোচনা গঠনমূলক, আন্তরিক ও পেশাদারভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সব পক্ষ বিষয়গুলো নিয়ে খোলামেলাভাবে আলোচনা করেছে," বলা হয় বিবৃতিতে।

এবারের বিশ্বকাপে বাংলাদেশ ছিল গ্রুপ বি-তে। প্রাথমিক হিসেবে ওই গ্রুপে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য যে দলগুলো ছিল, তারা হলো- ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি, ইংল্যান্ড আর নেপাল। প্রাথমিক ফিক্সচার অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রথম খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতায়, এডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে। এরপর ফেব্রুয়ারির ৯ তারিখ আর ১৪ তারিখ ইতালি ও ইংল্যান্ডের সাথে ম্যাচের পূর্বনির্ধারিত ভেন্যুও ছিল একই মাঠে। আর ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের শেষ ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হওয়ার কথা মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। অন্যদিকে আয়ারল্যান্ডের চারটি ম্যাচই হওয়ার কথা শ্রীলঙ্কায়। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ম্যাচ কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ৮ ফেব্রুয়ারি, শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এরপর একই ভেন্যুতে ১১ তারিখ অস্ট্রেলিয়া আর ১৪ তারিখ ওমানের সাথে খেলার কথা তাদের। জিম্বাবুয়ের

সাথে গ্রুপ পর্বে তাদের শেষ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা পাল্লেকেল্লে স্টেডিয়ামে। মূলত ভারতে যাওয়া এড়ানোর একটি উপায় হিসেবেই গ্রুপ পরিবর্তনের এই বিষয়টি আলোচনায় আসে।

এদিকে, ক্রিকবাজ একটি খবরে জানিয়েছে, ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে যে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের জন্য আয়ারল্যান্ডের সাথে গ্রুপ অদলবদলের প্রস্তাব দিয়েছে বিসিবি। "আমাদের নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আমরা মূল সময়সূচি থেকে সরবো না," ক্রিকবাজকে জানিয়েছে ক্রিকেট আয়ারল্যান্ড। প্রসঙ্গত, ভারতীয় কিছু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতার তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) গত ৩ জানুয়ারি কলকাতা নাইট রাইডার্সকে (কেকেআর) আইপিএল ২০২৬ আসরের দল থেকে বাংলাদেশের পেসার মোস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশনা দেয় বলে খবর পাওয়া যাচ্ছিল ভারতীয় গণমাধ্যমে। এরপরই মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল ২০২৬-এর জন্য কেকেআর তাদের দল থেকে ছেড়ে দেয়। এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক "সাম্প্রতিক ঘটনাবলির" কারণে বিসিসিআই তাদের 'নির্দেশনা' দেওয়ার পর কেকেআর এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে ক্রিকইনফো জানায় তখন। এর আগে, বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানান, "বাংলাদেশে সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

এই ঘটনায় প্রতিবাদ জানায় বাংলাদেশ। সেদিন রাতেই ফেসবুকে নিজের ভেরিফায়েড পাতায় একটি পোস্ট দেন অন্তবর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সেখানে তিনি লেখেন, "'উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে নতি স্বীকার করে বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে দল থেকে বাদ দেওয়ার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নির্দেশ দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড। আমি এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" "...যেখানে বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিরাপদ মনে করতে পারে না," লেখেন আসিফ নজরুল। বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলাগুলো শ্রীলংকায় নেওয়ার জন্য বিসিবিকে নির্দেশনা দেওয়ার কথাও সেখানে উল্লেখ করেন তিনি। এ নিয়ে আইসিসির সঙ্গে চিঠি চালাচালির পর আজ মুখোমুখি বৈঠক হলো। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০১.২০২৬ নারগীস)

তামিম ইকবাল, বিসিবি ও কোয়াব- ত্রিমুখী সংকটের নেপথ্যের রাজনীতি ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ

বাংলাদেশের ক্রিকেট এমন এক মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে, যেখানে স্বভাবতই তিনটি পথ তিন দিকে চলে গেছে। একদিকে মোস্তাফিজের ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ যাত্রায় বাধা, একদিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অন্যদিকে সমর্থকদের মধ্যে দুটি পক্ষ- এক পক্ষ কিছুতেই মানছেন না ক্রিকেটাররা নিজেদের ইচ্ছায় বিপিএল বয়কট করতে পারেন, অপর পক্ষ বলছেন, ক্রিকেটাররাই ক্রিকেটের প্রাণ, তাদের আঁতে ঘা দিয়ে ক্রিকেট এগোনো যাবে না। এই ত্রিমুখী টানাপড়েনের মাঝেই বাংলাদেশের ক্রিকেট এখন নিজের পরিচয় খুঁজছে। মাঠের বাইরের সিদ্ধান্ত, দ্বন্দ্ব আর অনিশ্চয়তা যেন মাঠের ভেতরের খেলাটাকেই গ্রাস করে ফেলছিল প্রায়। ভারতে উগ্রবাদীদের আক্রমণের মুখে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক বোর্ডের নির্দেশে প্রথমে মোস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে ফিরিয়ে নিলো কলকাতা নাইট রাইডার্স। এরপর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ও সরকার থেকে জানানো হলেও, যেহেতু মোস্তাফিজের জন্য নিরাপদ না ভারত, তাই গোটা দলের জন্যই অনিরাপদ হওয়ার কথা।

ঘটনার শুরু তামিম ইকবালের মন্তব্য থেকে

ভারত সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে তামিম ইকবাল বলেন, প্রসঙ্গ যখন বিশ্বকাপ, তখন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হলে আবেগ নয়, ভবিষ্যৎকে সামনে রেখেই ভাবতে হয়। পরিস্থিতি জটিল এবং অনেক কিছুই একসঙ্গে ঘটছে বলে এই মুহূর্তে সরাসরি মন্তব্য করা কঠিন, তবে তিনি মনে করেন, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমেই বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের অবস্থান কী এবং দীর্ঘমেয়াদে দেশের ক্রিকেট কোন পথে যেতে পারে, এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন। তিনি আরও বলেন, বিসিবিকে তিনি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবেই দেখেন। সরকার এই কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলেও, বোর্ডের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত। সরকারের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোর্ড যদি মনে করে, কোনো সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সঠিক, তাহলে সেটি নেওয়ার অধিকার তাদেরই থাকা উচিত। তামিম দর্শকদের আবেগি প্রতিক্রিয়ার বাইরে এসে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরও জোর দেন।

তার মতে, আবেগের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে এত বড় একটি সংস্থা পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বরং আজ যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তার প্রভাব আগামী এক দশকে বাংলাদেশের ক্রিকেট ও খেলোয়াড়দের ওপর কীভাবে পড়বে, সেটি ভেবেই দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে তামিম বলেছিলেন, আইসিসি থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রায় ৯০-৯৫% আয় করে। এই মন্তব্যের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা ধরনের আলোচনা-সমালোচনা হয় তখন। সমর্থকদের এক পক্ষ বলেন, তামিম জাতীয় আবেগকে পাত্তা দিচ্ছেন না, আরেক পক্ষ বলেন, তামিম ইকবালের বক্তব্য যৌক্তিক, সরকার ও বিসিবির উচিত বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত নেয়া। তবে, সাংবাদিক ও ক্রিকেট পরিসংখ্যানবিদ রিফাত এমিল মনে করেন, তামিম ইকবাল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনে দাঁড়ানোর পর থেকে একটা 'সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ' থেকে মতামত দিচ্ছেন। যেমন, ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলায় অপারগতা জানিয়ে বোর্ডের অবস্থান নিয়ে তামিমের বক্তব্যকে সাধারণ মতামত হিসেবে দেখতে নারাজ তিনি। রিফাত এমিলের মতে, তামিম এর আগে এই

বোর্ডকে 'অবৈধ বোর্ড' আখ্যা দিয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি নির্বাচনে অংশ নিয়ে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়েও ছিলেন, তাই তার বক্তব্যকে 'একান্ত ব্যক্তিগত মতামত' হিসেবে নেওয়ার পক্ষে নন অনেকেই। রিফাত এমিল বলেন, আইসিসি থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৩ শতাংশ আয় করেছিল, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে আয় করেছিল ৬১%। অর্থাৎ, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড গড়ে প্রতি বছর ৪০-৫০ শতাংশ আয় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল থেকে করে। আইসিসির থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পাওয়া অর্থের একটা বড় অংশ নির্ভর করে আইসিসি ইভেন্ট ও ম্যাচ ফি থেকে।

'ভারতীয় এজেন্ট' মন্তব্য ঝড় তুললো

তামিম ইকবালের বক্তব্যের পরেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের এক পরিচালক নাজমুল ইসলামের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্ট ছড়িয়ে পড়ে নিউজফিডে, যেখানে তিনি তামিম ইকবালকে ইঙ্গিত করে 'ভারতীয় এজেন্ট' লিখেছেন। স্ট্যাটাসটি ছিল এমন- "এইবার আরো একজন পরীক্ষিত ভারতীয় এজেন্ট-এর আত্মপ্রকাশ বাংলার জনগণ দু-চোখ ভরে দেখলো।" এটাই নাজমুল ইসলামের একমাত্র স্ট্যাটাস ছিল না, অন্য এক স্ট্যাটাসে তিনি লিখেছেন, 'মোস্তাফিজ ইস্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যখন ভারতে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে, মাননীয় ক্রীড়া উপদেষ্টা বিষয়টা আন্দাজ করতে পেরে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ম্যাচসমূহ ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরে বিসিবিকে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা করতে বলেছেন। মাননীয় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা পর্যন্ত সমর্থন করেছেন, ক্রীড়া উপদেষ্টার সিদ্ধান্তকে। এমন এক পরিস্থিতিতে দেশের জনগণের সেন্টিমেন্টের বাইরে গিয়ে ভারতীয়দের হয়ে ব্যাট করেছেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের জার্সিতে ১৫ হাজার রান করা এক লেজেন্ডারি ক্রিকেটার।'

এই স্ট্যাটাসগুলো যদিও শুরুতে ছিল প্রাইভেট প্রোফাইলে ফ্রেন্ডস প্রাইভেসি দেওয়া, তবে এটার স্ক্রিনশট ভাইরাল হতেই একের পর এক ক্রিকেটার ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে তামিম ইকবালের পক্ষে দাঁড়ান। তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মমিনুল হকের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বোর্ড ডিরেক্টরের এমন বক্তব্যকে 'রুচিহীন' ও 'অগ্রহণযোগ্য' ঘোষণা দেন। যদিও এর আগে, বোর্ড পরিচালক হিসেবে নাজমুল ইসলাম সুপরিচিত ছিলেন না, আলোচনায় আসার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়া শুরু করেন। তখনই বাধে বিপত্তি, তার প্রতি এক প্রশ্ন ছিল, শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপে না খেলতে পারলে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ক্রিকেটাররা যে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বেন, বিসিবি থেকে কোনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে নাজমুল ইসলাম বলেন, "ওরা খেলতে গিয়ে কিছুই না করতে পারলে আমরা যে এত কোটি টাকা খরচ করছি, আমরা কি টাকা ফেরত চাচ্ছি?" এই মন্তব্যের জের ধরে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বন্ধ ছিল দুই ম্যাচ।

ক্রিকেটারদের ক্ষোভের জায়গা ছিল আরও গভীরে

বুধবার রাত থেকে পরিস্থিতির উত্তপ্ত হতে থাকে। মিরপুরের শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলামের কয়েকটি মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয় বিতর্ক। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কঠোর অবস্থান নেয় ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)। তারা জানিয়ে দেয়, নাজমুল ইসলাম পদত্যাগ না করা পর্যন্ত ক্রিকেটাররা মাঠে নামবেন না। বুধবার সিলেট পর্ব শেষে বিপিএল পুনরায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও, ক্রিকেটাররা তাদের অবস্থানে অনড় থাকেন। কোনো দলই মাঠে হাজির হয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে ম্যাচগুলো পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। যেখানে প্রথম ম্যাচটি দুপুর ১টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল, ঠিক সেই সময়ই ক্রিকেটাররা তাদের দলীয় হোটেলে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সংবাদ সম্মেলন শুরু হয় দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। সাংবাদিক মাজহারুল ইসলাম বলেন, "অতীতে এই ধরনের মন্তব্য করতেন সমর্থকেরা, এবার বোর্ড ডিরেক্টর করলেন, সেটা আসলে গ্রহণযোগ্য নয়।" তবে, ক্রিকেটাররা বারবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড প্রধানের সাথে নানা ইস্যুতে বসতে চেয়েও কথা বলতে পারেননি বলে অভিযোগ জানিয়ে আসছে আগে থেকেই। মাজহারুল ইসলামের মতে, বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে অনেকদিন ধরেই ক্রিকেটারদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল, সেটারই একটা প্রতিফলন দেখা গেল সাম্প্রতিক সপ্তাহের ঘটনায়। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নাজমুল ইসলামের মন্তব্য আসলে ছিল শুধু একটি স্ফুলিঙ্গ। এর আড়ালে দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ একে একে সামনে চলে আসে।

কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা সব ক্রিকেটারের পাশাপাশি তিন ফরম্যাটের অধিনায়ক- নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ ও লিটন দাস খুবই সরব ছিলেন। এর আগে, কখনো এত প্রকাশ্য ও পূর্ণাঙ্গ অচলাবস্থার মুখে পড়েনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। এই সংকটের শিকড় অনেক গভীরে। গত বছরের বোর্ড নির্বাচন, যা অধিকাংশ সংগঠক বর্জন করেছিলেন, তার পর থেকেই নতুন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বাধীন বোর্ডের সঙ্গে ঢাকা ক্লাবগুলোর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এর জেরে প্রথম বিভাগ থেকে আটটি দল সরে দাঁড়ায়, বহু ক্রিকেটার জীবিকার সংকটে পড়েন এবং ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, যার কোনো কার্যকর সমাধান এখনো দিতে পারেনি বোর্ড। কোয়াব সভাপতি মিঠুন বলেন, এসব সমস্যা সমাধানে বোর্ডের আন্তরিকতার ঘাটতি স্পষ্ট। তিনি এটিকে দায় এড়ানো ও নিষ্ক্রিয়তার সংস্কৃতি বলে উল্লেখ করেন। "একজন বলেন, আরেকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না," বলেন তিনি। ক্রিকেটারদের সমস্যা সমাধানের বেলায়, তার ভাষায়, "কাউকেই পাওয়া যায় না।" অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত তুলে ধরেন নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলমকে ঘিরে ওঠা হয়রানির অভিযোগের বিষয়টি। তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও,

এখনো প্রতিবেদন প্রকাশ হয়নি। শান্ত বলেন, সবাই দ্রুত ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্তের আশা করেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ বিলম্ব হতাশাজনক এবং এতে অন্যরাও অভিযোগ জানাতে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। লিটন দাস নারীদের ক্রিকেটে অবকাঠামোগত দুরবস্থার কথা বলেন। অন্যদিকে শামসুর রহমান শুভ সমালোচনা করেন ফিক্সিং অভিযোগের ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

চলতি বিপিএলের আগে প্রমাণ ছাড়াই সন্দেহের ভিত্তিতে নয়জন ক্রিকেটারকে নিলাম থেকে বাদ দেওয়া হয়, অথচ তারা অন্য ঘরোয়া লিগে খেলতে পেরেছেন, যা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে এবং একই সাথে মর্যাদাহানিকর বলছেন ক্রিকেটাররা। বিপিএলই টুর্নামেন্ট হিসেবে নানা বিতর্কে জর্জরিত। স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি ও বিভিন্ন কমিটির প্রতিবেদন এখনো প্রকাশ হয়নি। টুর্নামেন্টের কাঠামোও ছিল অস্থির- একটি নতুন দল যুক্ত হওয়ার পর আরেকটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সরে দাঁড়ালে বিসিবিকেই শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব নিতে হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

কেরাণীগঞ্জে মাদ্রাসা ও জাজিরায় বিস্ফোরণ কতটা **উদ্বেগের?**

ঢাকার কেরাণীগঞ্জে একটি মাদ্রাসা এবং শরিয়তপুরের জাজিরায় ককটেল বানানোর সময় বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনা বাংলাদেশে নির্বাচনের আগে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে। ঢাকার কাছে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের মাদ্রাসায় বিস্ফোরণে কোনো হতাহত না হলেও, জাজিরায় বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে আহত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এবং স্থানীয়রা বলছেন, জাজিরার ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় স্থানীয় আধিপত্য বিস্তারের বিষয়টি জড়িত। তবে, ঢাকার কেরাণীগঞ্জে মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় জঙ্গিবাদ মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জড়িত থাকার অভিযোগ এসেছে। এই ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা হয়েছে এবং অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিট ঘটনার তদন্ত করছে। সরেজমিনে ঢাকা ও শরিয়তপুর ঘুরে এ বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে কী জানা যাচ্ছে এবং নির্বাচনের আগে এসব বিস্ফোরণের ঘটনা কতটা উদ্বেগজনক সেটি খতিয়ে দেখেছে বিবিসি বাংলা।

কেরাণীগঞ্জ বিস্ফোরণে **'জঙ্গি'** সন্দেহ

দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায় গত ২৬ ডিসেম্বর উম্মুল কুরা ইন্টারন্যাশনাল মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে। বিস্ফোরণে ভবনের দুটি কক্ষের দেয়াল বিধ্বস্ত হয়েছে। পাশের সিএনজি গ্যারেজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একজন এলাকাবাসী জানান, শুক্রবার ছুটির দিন থাকায় হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। ১০টা ২৪ মিনিটে ওই বিস্ফোরণের সময় পাশের সিএনজি গ্যারেজে অবস্থান করছিলেন। তিনি জানান, বিকট শব্দে বিস্ফোরণের পর তাদের গ্যারেজের টিনশেড ভেঙে পড়ে তার নিচে চাপা পড়েন তিনি। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ছিটকে পড়া দেয়ালের অংশ, স্ল্যাব দেখিয়ে বলেন, বিশ-পঁচিশ ফুট দূরে উড়ে গিয়ে সেগুলো পড়েছে। পাশের পাড়ের চার তলার ছাদে উড়ে গিয়ে পড়েছে ইট। ঘটনার ১৭ দিন পরে গিয়েও দেখা যায়, ঘটনাস্থলটি ক্রাইম সিন হিসেবে ঘিরে রাখা হয়েছিল। দুর্ঘটনার চার-পাঁচদিন পরেও সেখানে আরেকটি বিস্ফোরণ হয়েছে এবং একজন আহত হন বলেও জানান স্থানীয়রা। দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা সূত্র জানায়, এ বিস্ফোরণের ঘটনায় মূল আসামি মাদ্রাসাটির পরিচালক শেখ আল আমিন। এ ঘটনায় সহযোগী হিসেবে তিনজন নারীসহ আসামি ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে, বৃহস্পতিবার পর্যন্ত প্রধান আসামি শেখ আল আমিনকে গ্রেফতার করা যায়নি।

বিস্ফোরণের পর এ মাদ্রাসা থেকে পুলিশের উদ্ধার তালিকায় রয়েছে তরল কেমিক্যাল, গুঁড়ো পাউডারসহ বিভিন্ন ধরনের পদার্থ। যার মধ্যে ২০০ লিটার হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, ৬০ লিটার নাইট্রিক অ্যাসিড ছাড়াও দশ কেজি গুঁড়ো পাউডার রয়েছে। এছাড়া, ঘটনাস্থল থেকে ৯টি তাজা ককটেল উদ্ধার করে পুলিশ। উম্মুল কুরা মাদ্রাসার পরিচালক শেখ আলামিনের বিরুদ্ধে অতীতে উগ্রপন্থায় জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। অতীতে জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে ৫টি মামল রয়েছে। প্রধান অভিযুক্ত শেখ আল আমিনের সহযোগী হিসেবে পুলিশ তিনজনকে ঢাকার বাইরে থেকে গ্রেফতার করেছে। তাদের বিরুদ্ধেও অতীতে ধর্মীয় উগ্রবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা রয়েছে বলে পুলিশের মামলা সূত্রে জানা গেছে। মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রেফতার হওয়া আসামিদের বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) সমর্থক, জিজ্ঞাসাবাদে এমন তথ্য পাওয়া গেছে। গ্রেফতার শাহিন ওরফে আবু বকর ওরফে মূসা ওরফে ডিবা সুলতান একাধিকবার জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছেন বলেও এজাহারে উল্লেখ রয়েছে। সহযোগী হিসেবে শাহিনের কাছ থেকে চারটি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে, যেগুলো কেরাণীগঞ্জে বানানো হতে পারে, এমন সন্দেহ করছে পুলিশ। এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা ঘটনাস্থলে তৈরি বোমা দিয়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনা ছিল বলে স্বীকার করেছে।

জঙ্গিবাদ তথা ধর্মীয় উগ্রবাদ নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন মানবাধিকারকর্মী নূর খান লিটন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, এ ধরনের ঘটনা গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করতে হবে। "একটা জিনিস তো বোঝা যাচ্ছে, তারা সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতি কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই যে সাম্প্রতিককালে আমরা বোমার ঘটনাটা দেখলাম দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জে, এটি যে বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, উগ্রবাদের সঙ্গে যারা জড়িত, যাদেরকে আমরা কোট আনকোট 'জঙ্গি' বলছি, এরা ৫ আগস্টের পর থেকে এখন পর্যন্ত একটা ব্রিদিং টাইম পেল। যে সময়ে তারা নিজেদের সংগঠিত করছে, তারা টার্গেট ফিক্স করছে, হয়ত ভবিষ্যতে আমাদের এর কিছু প্রয়োগ

দেখবো।" বাংলাদেশে ৫ আগস্টের পর জঙ্গিবাদ মামলায় অভিযুক্ত অনেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। অনেকে জেল থেকে পালিয়ে গেছেন। নূর খানের ভাষায়, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ নেই। এদের অনেকের সঙ্গে বিদেশি সংগঠনের যোগাযোগ থাকতে পারে, এমন আশঙ্কার কথাও জানান নূর খান লিটন। "হলি আর্টিজান থেকে শুরু করে অনেক ঘটনা দেখেছি। এগুলো শুধুমাত্র যে দেশের ভেতরে এদের যোগাযোগ এটা মনে করার কোনো কারণ নাই। এরা দেশ পেরিয়ে আশেপাশের অনেক দেশের সাথে এদের একটা যোগাযোগ আছে। এরা মনে করছে যে, এরা জিহাদি কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে এদের সাথে ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বলেন, ইরাক বলেন বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বলেন, এদের সাথে একটা যোগসূত্রতা থাকতেই পারে। আইএসআই বা আল কায়েদার যে ভগ্নাংশ এখনো এক্সিস্ট করছে, এদের কারো না কারো সাথে এদের সংশ্লিষ্টতা প্রত্যক্ষা বা পরোক্ষ যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনাই বেশি।"

কেরাণীগঞ্জ মাদ্রাসায় বিস্ফোরণের ঘটনায় সন্ত্রাস বিরোধী আইনে মামলা রুজু হয়েছে। ২৯ ডিসেম্বর মামলাটি দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা থেকে পুলিশের অ্যান্টি-টেরোরিজম ইউনিটে (এটিইউ) হস্তান্তর করা হয়। এটিইউ'র মিডিয়া এবং অ্যাওয়ারনেস বিভাগের পুলিশ সুপার মাহফুজুল আলম রাসেল বিবিসি বাংলাকে বলেন, একজন পুলিশ পরিদর্শক এ ঘটনার তদন্ত করছেন। প্রাথমিক তদন্ত এবং আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদে কী তথ্য মিলেছে, সেটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি। মি. রাসেল বলেন, 'মূল আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান চলছে। যেহেতু তদন্ত চলছে, আমরা তদন্তের স্বার্থে এটা বলতে চাচ্ছি না। তবে, সন্ত্রাসী কাজে যেই জড়িত থাক, আমরা তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। তদন্ত একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, এই মুহূর্তে কোনো মন্তব্য করা উচিত হবে না, আমরা চাচ্ছি, একটা থরো তদন্ত এবং তদন্তসাপেক্ষে আমরা যা পাই, সেটাই আসলে উপস্থাপন করতে চাই।"

শরিয়তপুর বিস্ফোরণ

৮ জানুয়ারি শরিয়তপুরের জাজিরায় একটি বাড়িতে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার পর সম্প্রতি যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়েছে জাজিরার বিলাসপুর ইউনিয়নে। অভিযানে গ্রামের বাড়িঘর, বিভিন্ন ঝোপঝাড়ে তল্লাশি চালিয়ে ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় ৪৫টি তাজা ককটেল ও বোমা বানানোর বিভিন্ন সরঞ্জাম, দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়। জাজিরার বিলাসপুরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দু-পক্ষের সংঘর্ষের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বিলাসপুর কুদ্দুস বেপারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বি এম শাহজাহান কবির বিবিসি বাংলাকে বলেন, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্যের লড়াই প্রায় ২০০ বছরের পুরোনো। "এই ককটেলের প্রচলনটা ১৫-২০ বছর আগের। এর আগে ছিল ঢাল ও সড়কির। মারামারিটা ২০০ বছর আগের। আধিপত্য বিস্তার, আর কিছু না।"

স্থানীয়রা বলেন, এই এলাকায় হাতবোমা তৈরির একটি চক্র তৈরি হয়ে গেছে। ককটেল বানানো এ এলাকায় অনেকটা স্বাভাবিক ঘটনা। এলাকার অনেকেই ককটেল তৈরির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। স্থানীয় একজন ব্যক্তি পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বিবিসি বাংলাকে বলেন, তিন বছর আগে তিনি ককটেল বানানো বন্ধ করেছেন। অর্থ উপার্জনের জন্যই তিনি ককটেল বানাতেন। তার ভাষায়, "এটা অনেকেই বানায়। বলতে গেলে প্রত্যেকটা লোকেই বানাতে পারে। সরঞ্জাম সাথে থাকলে পাঁচ মিনিটেই বানাতে পারে।" জাজিরায় তৈরি ককটেল বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে। সম্প্রতি এনসিপি কার্যালয়ের সামনে ককটেলসহ আটক একজন এই জাজিরা এলাকার ছিল বলে জানা যায়। নির্বাচনকে সামনে রেখে অস্থিরতা তৈরির জন্য এখানকার ককটেল তৈরি ও মজুত হচ্ছে কি না, এমন আশঙ্কাও রয়েছে কারও কারও। তবে, জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়, আধিপত্য বিস্তারে দুই পক্ষের মধ্যেই এই ককটেল তৈরি এবং মজুদের বিষয়টি সীমাবদ্ধ।

শরিয়তপুরের ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন শাখার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. তানভীর হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, প্রাথমিক তদন্তে এটি স্থানীয় বিষয় হিসেবেই দেখা গেছে। এর সঙ্গে উগ্রবাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, এমনকি নির্বাচনকে সামনে রেখেও এটি হচ্ছে না বলে দাবি তার। "বোমা বানানোর ফ্রিকোয়েন্সি যদি দেখেন, এটা আসলে কোনো ইলেকশনকে টার্গেট করে এটা বানায় না। তাদের মূলত টার্গেট হলো গোষ্ঠীগত কারণে। এটা ওই এলাকায় একটা কালচার তৈরি হয়ে গেছে দুই গ্রুপের মধ্যে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান চলতেছে।" তবে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দুটি বিস্ফোরণের ঘটনা সামনে এনে নূর খান লিটন বলেন, যে-কোনো সময় বড় ধরনের ঘটনার জন্ম দিতে পারে। তার কথায়, জনমনে শঙ্কা হচ্ছে নির্বাচনের আগে দাঙ্গা হাঙ্গামা বেড়ে যায় কিনা। মানুষের মধ্যে উদ্বেগ কাটার চেয়ে শঙ্কাটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করেন নূর খান লিটন। "আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এতটা ভঙ্গুর এই সময়ে সব ধরনের অপরাধীরাই আসলে সুযোগ নিতে পারে, নিজেরা সংগঠিত হতে পারে, আধিপত্য বিস্তারের জন্য হতে পারে, 'জিহাদ' এর জন্য হতে পারে, তারপরে নানা ধরনের অপরাধ কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য হতে পারে। সে কারণে এখন জরুরি ভিত্তিতে দরকার সরকারি তৎপরতা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১৭.০১.২০২৬ আলী আহমেদ)

এনএইচকে

বিক্ষোভে গ্রেফতার প্রায় ৩,০০০ : ইরানের সংবাদমাধ্যম

ইরানের সাম্প্রতিক অস্থিরতার সময় বিপুলসংখ্যক সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করেছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। গতকাল শুক্রবার ইরানের একটি সংবাদমাধ্যম জানায় যে, প্রায় ৩,০০০ জনকে আটক করা হয়েছে। কিছু সরকারি কর্মকর্তা, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দিচ্ছেন। ইসলামি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট তাসনিম বার্তা সংস্থা আটকদের নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে তারা জানায় যে, আটক ব্যক্তিরা বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতি সাধনের সাথে জড়িত ছিল এবং কিছুসংখ্যক ইসরায়েলের সাথে যোগসূত্র রয়েছে। মূলত, পশ্চিমা দেশগুলোর আরোপিত অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে সৃষ্ট দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে গত মাসের শেষের দিকে ইরানে বিক্ষোভ ও দাঙ্গা শুরু হয় । নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয় যে, এই বিক্ষোভে নিরাপত্তা কর্মীসহ প্রায় ৩ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের ভাষ্যমতে, প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান তার রুশ প্রতিপক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছেন যে, এই বিক্ষোভে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল জড়িত রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার সতর্কতা দিয়ে আসছেন। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলাইন লেভিট বলেন যে, "প্রেসিডেন্ট ও তার দল ইরানের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন এবং সব ধরনের বিকল্প প্রেসিডেন্টের সামনে খোলা রয়েছে।" তবে মার্কিন সংবাদ ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওস জানায় যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল উভয়পক্ষের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পকে ইরানের বিরুদ্ধে যে-কোনো পদক্ষেপ স্থগিত রাখতে বলেছেন, কারণ সম্ভাব্য পাল্টা হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত হতে ইসরায়েলের আরও সময়ের প্রয়োজন হবে।
(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১৭.০১.২৬ রনি)

ডয়চে ভেলে

সারাদেশে ৫৬ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করলো ইইউ

দেশের ৬৪ জেলায় ৫৬ জন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক মোতায়েন করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশন (ইইউ ইওএম)। ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে আজ শনিবার (জানুয়ারি ১৭) থেকে কাজ শুরু করেছেন এই পর্যবেক্ষকরা। রাজধানীর একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে ইইউ ইওএমের উপ-প্রধান পর্যবেক্ষক ইনটা লেইসে বলেন, দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষকদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে নিরপেক্ষ ও তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন করা হবে। তিনি আরও জানান, দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষকরা আঞ্চলিক পর্যায়ে নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন। পাশাপাশি ঢাকাভিত্তিক মূল বিশেষজ্ঞ দলের বিশ্লেষণ কার্যক্রমে সহায়তা করবেন। পর্যবেক্ষকরা দুই সদস্যের দল গঠন করে কাজ করবেন জানিয়ে ইইউ ইওএমের উপ-প্রধান আরো বলেন, তারা নিজ নিজ দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় ভোটার, নির্বাচন কর্মকর্তা, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। একইসঙ্গে নাগরিক পর্যবেক্ষক ও তরুণ কর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন। এসব কার্যক্রম ছোট শহর ও গ্রাম পর্যায়েও পরিচালিত হবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

অন্তবর্তী আমলেও কেন হলো না সাগর-রুনি হত্যার বিচার

সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যাকাণ্ডের বিচারের বিষয়ে অন্তবর্তী সরকারের আমলেও তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। বরং তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ১১ বার পেছানো হয়েছে। ১৮ মাস পার করেছে অন্তবর্তী সরকার। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনের পর বিদায় নেবে ইউনূস সরকার। ৫ আগস্টের পর গঠিত অন্তবর্তী সরকারের আমলেও ১৪ বছর আগে নৃশংসভাবে সংঘটিত সাগর-রুনি হত্যার বিচার আলোর মুখ দেখেনি। বিষয়টি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করছেন তদন্তকারীরাও। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য অন্তবর্তী সরকারের সময়ে গঠিত টাস্কফোর্সের প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুস্তফা কামাল ডয়চে ভেলেকে বলেন, "ভবিষ্যতে কী হবে, জানি না। আমাদের তদন্তে এখনো কোনো অগ্রগতি নাই। আমরা হত্যার মোটিভ এবং আসামিদের এখনো চিহ্নিত করতে পারিনি। আমরা হতাশ।" সন্তান হত্যার বিচার পাওয়ার বিষয়ে হতাশ সাগরের মা সালেহা মনির বললেন, "আর কী হবে! আল্লাহর কাছে বিচার দিয়ে রেখেছি। কোনো সরকারই কিছু করবে বলে মনে হয় না।" ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি তাদের ঢাকার পূর্ব রাজাবাজারের বাসায় খুন হন। ঘটনার পর ১৪ বছর পার হলেও, এই হত্যার মোটিভ এবং প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পারেনি সরকার।

অন্তবর্তী সরকারের আমলে ১১ বার পিছিয়েছে তদন্ত প্রতিবেদন

হত্যাকাণ্ডের ১৪ বছরে থানা পুলিশ, ডিবি ও র‍্যাবের পর অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই মামলার তদন্ত আসে পিবিআই-এর হাতে। গত ৫ জানুয়ারি ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে গত ৫ জানুয়ারি এই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের ধার্য দিন ছিল। কিন্তু পিবিআই তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নতুন তারিখ দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে এই মামলায় তদন্ত প্রতিবেদন জমার তারিখ ১২৩ বার পেছানো হলো। শেখ হাসিনা সরকারের সময়ে পেছানো হয়েছে ১১২ বার আর অন্তবর্তী সরকারের সময়ে পেছানো হলো ১১ বার।

অগ্রগতি নেই অন্তবর্তী সরকারের টাস্ক ফোর্সেরও

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দায়িত্ব নেওয়া প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তবর্তী সরকার, ৩০ সেপ্টেম্বর উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে চার সদস্যের উচ্চ পর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করে। টাস্কফোর্সের প্রধান করা হয় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুস্তফা কামালকে। এই টাস্কফোর্সকে ছয় মাসের মধ্যে মামলার তদন্ত শেষ করে উচ্চ আদালতে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছিল। সেই হিসেবে গত বছরের মার্চে তাদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়মতো প্রতিবেদন জমা দিতে পারেনি টাস্ক ফোর্স। এরপর এই কমিটি আরো ছয় মাস সময় নিলেও আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দিতে পারেনি। এরপর গত বছরের ২৩ অক্টোবর তারা উচ্চ আদালতে আবেদন জানিয়ে আরো ছয় মাস সময় নেয়। আগামী এপ্রিল মাসে এই সময় শেষ হবে। অবশ্য এর মধ্যে অন্তবর্তী সরকারের বিদায় নেওয়ার কথা।

কোথায় আটকে আছে তদন্ত?

এই মামলায় বিভিন্ন সময় মোট আট জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়। তবে পিবিআই তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর নতুন কাউকে আটক করেনি। যে আটজনকে আটক করা হয়েছে, তাদের মধ্যে ছয়জন এখনো কারাগারে আছেন। বাকিরা জামিনে রয়েছেন। আটকদের দুইজন বাদে সবাই গ্রিল কাটা চোর ও ডাকাত দলের সদস্য। একজন বাসার দারোয়ান এবং আরেকজন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। ওই আটজনসহ মোট ২৫ জনের ডিএনএ পরীক্ষা করিয়েছিল র্যাব। ঘটনাস্থল থেকে তারা সাগর-রুনি ছাড়াও আরো দুইজন পুরুষের ডিএনএ পায়। কিন্তু যে ২৫ জনের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে অজ্ঞাত ওই দুই পুরুষসহ সন্দেহভাজন কারোর ডিএনএ ম্যাচ করেনি। ডয়চে ভেলের হাতে আসা তদন্ত সংশ্লিষ্ট কিছু ডকুমেন্টে দেখা যায়, দুইজন অজ্ঞাত পুরুষের ডিএনএ ঘটনাস্থল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই ডিএনএ-এর ভিত্তিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের ছবি আঁকা সম্ভব। সেই ছবি আঁকার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থও পরিশোধ করেছিল র্যাব। কিন্তু সেই ছবি আর আসেনি। এর বাইরে হত্যায় ব্যবহৃত ছুরি, বঁটি, ছুরির বাঁট, সাগরের হাত বাঁধা ওড়না ও রুনির পরনের কাপড় ডিএনএ পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষাগারে পাঠিয়েছিল র্যাব। পাশাপাশি সাগর-রুনির ভাড়া বাসার ভাঙা গ্রিলের অংশ, ঘটনাস্থলে পাওয়া চুল, ভাঙা গ্রিলের পাশে পাওয়া মোজা, দরজার লক, দরজার চেইন ও ছিটকিনির ডিএনএ পরীক্ষার জন্য সেখানে পাঠানো হয়। এখন পর্যন্ত এই মামলায় বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্তকারীরা ১৬০ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু কোনো পর্যায়েই তদন্তকারীরা হত্যার মোটিভ এবং জড়িতদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারেনি। কার্যত, ডিএনএ টেস্টের পর এই মামলা নিয়ে কোনো কাজ হয়নি।

পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুস্তফা কামাল বলেন, "আসলে আমরা এখনো হত্যার মোটিভ ও আসামিদের চিহ্নিত করতে পারিনি। এখন পর্যন্ত আমরা হতাশ। মামলার তদন্তে কোনো অগ্রগতি নাই। আগে যা ছিল, সেই অবস্থায়ই আছে। ভবিষ্যতে কী হবে, তা তো বলতে পারছি না।" এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আগে যে আটজনকে আটক করা হয়েছে, হত্যাকাণ্ডে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা আমরা এখনো পাইনি। আর যে ২৫ জনের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে, সেই ডিএনএ কারোর সাথে ম্যাচ করেনি। ফলে আমরা অন্ধকারেই আছি।" তার কথা, "যাদের আগে আটক করা হয়েছে, তারা তো সন্দেহভাজন। তাদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আগের তদন্তকারীরা যে-সব কাজ করেছেন, তদন্ত করেছেন, সবই আমরা আবার দেখেছি। কিন্তু তাতে মামলা ডিটেক্ট করার মতো কোনো কিছুই আমরা পাই নাই। তারপরও আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি। যদিও এখনো কোনো আশার খবর নেই।" "আর ধরেন ১৪ বছর আগে এই হত্যাকাণ্ড। যারা হত্যা করেছে, তখন তাদের বয়স যদি ৩০ বছর হয়, এখন ৪৪ বছর। এরকম অনেক সমস্যা আছে," বলেন তিনি। এই মামলায় নিয়োজিত ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী ডয়চে ভেলেকে বলেন, "মামলার তদন্ত পর্যায়ে আমাদের কিছু করার নেই। তদন্তকারীরা চার্জশিট দিলে আমরা ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য কাজ করব। কিন্তু তদন্তকারীরা কোনো তদন্ত করছে বলে মনে হয় না। শুধু আদালত থেকে সময় নেয়। আমাদেরও প্রশ্ন যে, এই সরকারের সময়েও কেন মামলাটির তদন্ত শেষ করা গেল না।"

স্বজনদের হতাশা

রুনির ভাই নওশের রোমান বলেন, "গত আগস্টে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আমি ও সাগর-রুনির ছেলে মেঘ দেখা করি। তখন প্রধান উপদেষ্টা মামলার খোঁজ খবর নেন। তিনিও আমাদের কাছে মামলার অগ্রগতির খবর জানতে চান, ওইটুকু। তদন্তকারীরা এখন আর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না। আমরাও আর খোঁজ নেই না।" "এই সরকারের আমলে তো আর হত্যার তদন্ত হলো না। আশা করেছিলাম হবে। কিন্ত সে আশা পূরণ হলো না। ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না," হতাশার সঙ্গে বলেন নওশের। সাগরের মা সালেহা মনির বলেন, "প্রফেসর ইউনূস আমাকে ডাকেনও নাই। আমিও দেখা করার চেষ্টা করিনি। তবে আশা করেছিলাম এই সরকার অন্তত সাগর-রুনি হত্যার বিচার করবে। তদন্ত শেষ করবে। কিন্তু কিছু তো করল না। আসলে এটার বিচার কেউই করবে না। এর শেকড় অনেক গভীরে মনে হয়," বলেন তিনি। তার কথা, "আমি বিচারের আশা তারপরও ছাড়িনি। কেউ বিচার না করলেও, আল্লাহর কাছে বিচার দিয়ে রেখেছি। তিনি নিশ্চয়ই বিচার করবেন।" তিনি বলেন, "পিবিআই দায়িত্ব নেওয়ার পর একদিন এসেছিল। কিন্তু তাদের

কথা আমার পছন্দ হয় না। তারা কী করছে, তাও আমি বুঝতে পারছি না।" সাগর-রুনির পরিবারের এমন অভিযোগের জবাবে পিবিআই-এর প্রধান অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক মো. মুস্তফা কামাল বলেন, "আমরা যোগাযোগ করে কী করব! তাদের তো নতুন কোনো খবর দেওয়ার মতো আমাদের কাছে কোনো তথ্য নাই। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কী বলব! সাগরের মা তো তদন্ত নিয়ে হতাশ। আর আমরাও হতাশ।"
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ রুবাইয়া)

জাগো নিউজ

রাষ্ট্র কখনও গুম-খুনের শিকার পরিবারের ত্যাগ ভুলে যেতে পারে না : তারেক রহমান

এত গুম, খুন ও নির্যাতনের পরও বিএনপির কর্মীরা কৌশলের নামে কখনও গুপ্ত কিংবা সুপ্ত বেশ ধারণ করেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি একথা বলেন। তারেক রহমান বলেন, আমাকে বাধ্য হয়ে বহুবছর দেশ, স্বজন ও নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। দূর থেকে যতটুকু সম্ভব নেতা-কর্মী এবং সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা স্বজনহারা মানুষদের নিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাজপথে থেকে প্রতিবাদ ও আন্দোলন গড়ে তুলেছি। সাধ্য অনুযায়ী, স্বজনহারা মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছি। সীমাবদ্ধতা থাকার পরও আমরা প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। ফ্যাসিবাদী শাসনামলে হাজার হাজার নেতা-কর্মী অত্যাচার, গুম, নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সময় বিএনপির দেড় লক্ষাধিক নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়। যার বোঝা প্রায় ৬০ লাখ নেতা-কর্মীকে বয়ে বেড়াতে হয়েছিল। দিনের পর দিন ঘরবাড়ি ছাড়া থাকতে হয়েছে। স্বজন থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। এসব মামলা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। গুম-খুনের সেই বিভীষিকাময় দিন ও রাতের অবসান ঘটেছে উল্লেখ করে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, দেশের মানুষ গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে শুরু করেছে। এক দুঃসময় আমরা অতিক্রম করেছি। অনেক সন্তান এখনো অপেক্ষায় রয়েছে, তাদের বাবা হঠাৎ করে দরজায় এসে কড়া নাড়বে। অনেক মা হয়ত এখনো অপেক্ষায় রয়েছেন, তার সন্তান হঠাৎ করে বাড়ি ফিরে দেখা দেবে। তিনি আরও বলেন, সরকারবিরোধী আন্দোলন কখনও উত্তাল হয়েছে, কখনও স্তিমিত হয়েছে। কিন্তু কৌশলের নামে গুপ্ত বা সুপ্ত বেশ ধারণ করেনি বিএনপি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোশহীন থেকেছে সব সময়। গুম-খুনের শিকার পরিবারের প্রতি আগামীর গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। রাষ্ট্র কখনও আপনাদের ত্যাগ ভুলে যেতে পারে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

তারেক রহমানের সঙ্গে নেপাল ও ভুটানের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারী ও ভুটানের রাষ্ট্রদূত দাসো কর্মা হামু দর্জি। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে প্রথমে আসেন নেপালের রাষ্ট্রদূত। এ সময় বিএনপি চেয়ারম্যানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। এরপর ভুটানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বিএনপি চেয়ারম্যানের। দুই রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন। নেতারা জানান, দুই দেশের রাষ্ট্রদূত নিজ নিজ দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কীভাবে উন্নয়ন করা যায়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করা যায়, সেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

ডলার তুলে নেওয়ায় 'স্বল্পমেয়াদে স্বস্তি ফিরলেও, দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিতে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে

বাজারে ডলারের বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে অতিরিক্ত ডলার সংগ্রহ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অন্য ব্যাংকগুলোর উদ্বৃত্ত ডলার তুলে নিচ্ছে। ফলে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ বাড়ছে। তবে এই নীতি নিয়ে ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভিন্নমত। স্বল্পমেয়াদে এটি স্বস্তি দিলেও, দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তারা। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মাথায় রাখতে হয়। উদাহরণ হিসেবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জানায়, কোনো প্রতিষ্ঠান যদি ১০ বছর বন্ধ থাকার পর নতুন মেশিনারি আমদানি করে, তাহলে শুধু যন্ত্রপাতি নয়- কাঁচামাল, উৎপাদন পরিকল্পনাসহ নানা বিষয় আগেই নিশ্চিত করতে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভাষ্য, এই মুহূর্তে হয়ত ডলার বাজারে কিছুটা স্বস্তি রয়েছে, কিন্তু সামনে যে বাড়তি চাহিদার চাপ আসবে, সেটি কতটা সামাল দেওয়া যাবে, তা নিয়ে উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জাগো নিউজকে বলেন, "ডলার কেনা নিয়ে লাভ-ক্ষতির রেকর্ড তোলার কোনো সুযোগ নেই। এটি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নয়, যেখানে খরচ করে লাভ দেখানো যায়। বরং অনেক সময় বাস্তব পরিস্থিতির চাপে বিনিয়োগ ও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে হয়।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

বাংলাদেশ দলের অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলালো না ভারতীয় অধিনায়ক

ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটের আঁচ ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটেও। পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গে যা করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল, এবার ঠিক তাই করলো তারা বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সঙ্গেও। পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের

ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল ভারতীয়রা। এবার ছোটদের ক্রিকেট, অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ঠিক একই কাজ করলো বাংলাদেশের সঙ্গে। জিম্বাবুয়ের বুলাওয়েতে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হলো বাংলাদেশ এবং ভারত। এই ম্যাচে টসের পর বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরারকে এড়িয়ে গেলেন ভারতের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে। ভারত-বাংলাদেশ উত্তেজনার আঁচ যে এবার ২২ গজে পড়েছে, তা এ ঘটনাতেই প্রমাণ হয়ে গেলো। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে বাংলাদেশের সহ-অধিনায়ক জাওয়াদ আবরারের সঙ্গে করমর্দন না করায়, ম্যাচ শুরুর আগেই বিতর্ক তৈরি হলো। আয়ুষের হাতে ছিল টস কয়েন। ম্যাচ রেফারি ডিন কস্কার টসের নির্দেশ দিলে শূন্যে কয়েন ছুড়ে দেন আয়ুষ। আবরার 'টেল' বলেন। কয়েন মাটিতে পড়ার পর ডিন জানান, বাংলাদেশ টস জিতেছে। এর পরই সরে যান আয়ুষ। বাংলাদেশের সহ-অধিনায়কের সঙ্গে করমর্দন করেননি। আয়ুষ মাত্রে সরে দাঁড়ানোয় আবরারও উদ্যোগী হয়ে গিয়ে আর হাত মেলাননি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক আজিজুল হাকিম টসের সময় প্রস্তুত হতে না পারায় তিনি টস করতে পাঠান সহ-অধিনায়ককে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৬.০১.২০২৬ আসাদ)

সিলেটে তিন বাসের সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ১২

সিলেটের ওসমানী নগর উপজেলায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তিন বাসের সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১২ জন। শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ওসমানী নগর উপজেলার দয়ামীর মাদ্রাসার সামনে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহতদের নাম-ঠিকানা পাওয়া যায়নি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওসমানী নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মোরশেদুল হাসান ভুঁইয়া। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা এনা পরিবহনের একটি দ্রুতগামী বাস সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দয়ামীর মাদ্রাসার সামনে এলে সিলেট থেকে ছেড়ে যাওয়া শ্যামলী বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় এনা বাসের পেছনে থাকা ইউনিক পরিবহনের একটি বাসও সংঘর্ষের কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় এনা ও শ্যামলীর সম্মুখভাগ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ওসমানী নগরের তাজপুর ফায়ার সার্ভিস, থানা ও হাইওয়ে পুলিশ এসে হতাহতদের উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এদিকে, দুর্ঘটনার পর ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। সকাল সাড়ে ৯টায় ঘটনাস্থলের দু-পাশে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট ছিল। পুলিশ যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালাচ্ছে।
(জাগো নিউ ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

সহিংসতা বন্ধে পদক্ষেপসহ ৫ দাবি মাইনরিটি লইয়ার্স ইউনিটির

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতা বন্ধ না হওয়ায় উদ্বেগ ও এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ মাইনরিটি ল ইয়ার্স ইউনিটি। একইসঙ্গে সহিংসতা বন্ধে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনাসহ ৫ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের আহ্বায়ক জে কে পাল, সদস্য সচিব সুমন কুমার রায়, আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান আইনজীবী ঐক্য পরিষদের বিভাস বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক প্রবীর হালদার প্রমুখ। বক্তব্যে সুমন কুমার রায় বলেন, দেশে যেভাবে একের পর এক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে, এত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে ভীতি ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। এই অরাজকতার অবস্থার পরিবর্তন না হলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভোট বর্জনের মতো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে। জে কে পাল বলেন, দেশে আজ আইনের শাসন আছে বলে মনে হয় না। দেশে একের পর এক হত্যাকাণ্ড, ধর্মীয় অজুহাতে বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, জমি ও মন্দির দখল, জোরপূর্বক চাকরিচ্যুত, সাম্প্রদায়িকতা ও বৈষম্য বৃদ্ধি পেলেও, রাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। সরকার রাষ্ট্রের নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে, যা খুবই হতাশাজনক। (জাগো নিউ ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

মিরপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে কলেজছাত্রীর আত্মহত্যা

রাজধানীর পল্লবী থানার মিরপুর-১০ নম্বর এলাকার একটি বাসা থেকে সানজিদা ইসলাম মীম (১৯) নামে এক কলেজ ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার বেলা পৌনে ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। সানজিদা ইসলাম মীম মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি বরগুনা জেলার চাঁদখালী এলাকায়। মিরপুর-১০ নম্বরের একটি বাসায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি। সানজিদা ইসলাম মীমের ভাই সাখাওয়াত হোসেন বলেন, আমার বোন মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে অভিমান করে নিজ কক্ষে গিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেয় সে। পরে আমরা দেখতে পেয়ে দ্রুত অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। (জাগো নিউ ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

সায়েন্স ল্যাবে 'অধ্যাদেশ মঞ্চ' বানিয়ে আন্দোলনের ঘোষণা ৭ কলেজের শিক্ষার্থীদের

প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ দাবিতে রাজধানীর সায়েন্স ল্যাব মোড়ে 'অধ্যাদেশ মঞ্চ' স্থাপন ও গণজমায়েতের ঘোষণা দিয়েছেন সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা। শনিবার সাত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর আন্দোলনের

প্রতিনিধি মো. নাঈম হাওলাদারের পাঠানো এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে। বার্তায় বলা হয়, সাত কলেজের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত 'ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আইন-২০২৫' এর খসড়া ২০২৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়। 'খসড়াটি প্রকাশিত হওয়ার পরপরই সেটি নিয়ে বিভিন্ন পক্ষে বিপক্ষে নানা তর্ক-বিতর্ক সৃষ্টি হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সকল স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে কনসালটেশন সভার আয়োজন করে। সূত্রে জানতে পেরেছি, সকল স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত পরামর্শের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় খসড়া হালনাগাদ করেছেন।'
(জাগো নিউ ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

জামায়াত আমিরের সঙ্গে বৈঠক 'নিয়মিত যোগাযোগের অংশ': নয়াদিল্লি

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিকদের বৈঠককে 'বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগের অংশ' বলে উল্লেখ করেছে নয়াদিল্লি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এ কথা জানান। রাতে খবরটি প্রকাশ করে ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম দ্য হিন্দু। জামায়াত আমির গত ৩১ ডিসেম্বর বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে, গত বছরের মাঝামাঝি নিজের বাইপাস সার্জারির পর ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার কথা জানান। নয়াদিল্লি বলছে, ভারতের হাইকমিশনের কর্মকর্তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে নিয়মিতই দেখা করেন। জামায়াতে ইসলামীর আমিরের সঙ্গে তাদের কূটনীতিকদের এ বৈঠকও তারই অংশ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্রিফিংয়ে এদিন সাক্ষাৎকারটির প্রসঙ্গ টেনে ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে বৈঠকটির বিষয়ে জানতে চাইলে মুখপাত্র জয়সোয়াল বলেন, "ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আমাদের হাইকমিশন কর্মকর্তারা নিয়মিত যোগাযোগ করেন। যাদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে বৈঠকটিও একই প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত।" ভারতীয় কূটনীতিকরা তাকে বৈঠকের খবর গোপন রাখতে বলেছিলেন বলেও ওই সাক্ষাৎকারে জানান ডা. শফিকুর রহমান।
(জাগো নিউ ওয়েব পেজ: ১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

হাসনাতের আসনে বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুলের মনোনয়ন বাতিল

কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। শনিবার ইসির আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত হয়। এনসিপি প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর মনোনয়ন বাতিল চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আপিল করেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সি। ইসি তার আবেদন নামঞ্জুর করে। ফলে, হাসনাতের মনোনয়ন বৈধই থাকছে। তবে, ঋণখেলাপির অভিযোগে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির মনোনয়ন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। গত ৯ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনে হাসনাতের মনোনয়ন বাতিল চেয়ে আবেদন করেন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সি। তার আগে, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির মনোনয়ন বাতিল চেয়ে আবেদন করেছিলেন হাসনাত। এর আগে, ঋণ খেলাপির অভিযোগ এনে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সির মনোনয়নপত্র কেন বাতিল করা হবে না, এজন্য ইসিতে আপিল করেছিলেন হাসনাত আবদুল্লাহ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

স্বাধীনতা নিয়ে যারা কথা বলে, তাদের সঙ্গে নামাজও পড়তে চাই না : মির্জা আব্বাস

যারা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলে, তাদের সঙ্গে এক কাতারে নামাজ পড়তে চান না বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তনে মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স ইউনিটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। মির্জা আব্বাস বলেন, যারা আমাদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেন, তাদের সঙ্গে চলতেও চাই না, তাদের সঙ্গে এক কাতারে বসে নামাজও পড়তে চাই না। তিনি বলেন, যে নির্বাচন আসন্ন, এই নির্বাচনটা কিন্তু একটা বহুল আকাঙ্ক্ষিত নির্বাচন। এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য সেই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আবার উঠেপড়ে লেগেছে। সাবেক এই মন্ত্রী বলেন, কথা বলার অধিকারের জন্য আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপির সর্বস্তরের কর্মীরা ১৭টা বছর রাস্তায় আন্দোলন করেছি। আমরা মিছিল করেছি, আমরা জেলে গিয়েছি। আজ অনেকেই সেই কথা স্বীকার করতে চান না। ওনারা মনে করেন যে একদিনেই, এক মাসেই এই স্বাধীনতা অর্জন হয়ে গেছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সরকারি কর্মচারীদের প্রচারে আইনগত বাধা নেই : আলী রিয়াজ

গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে সরকারি কর্মচারীদের প্রচারে সংবিধান কিংবা প্রচলিত আইনে কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সরকারি অধ্যাপক আলী রীয়াজ। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সাবেক বিচারপতি, সাংবিধানিক মামলা পরিচালনায় অভিজ্ঞ আইনজীবী ও আইন বিভাগের শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়েছে সরকার। তাদের অভিমত অনুযায়ী, সংবিধান, গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, গণভোট সংক্রান্ত অধ্যাদেশ কিংবা সরকারের জারি করা জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ-২০২৫, কোনোটিতেই সরকারি কর্মচারীদের 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচারে নিষেধাজ্ঞা নেই। শনিবার রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত ঢাকা বিভাগীয় মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন তিনি। ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদের

সভাপতিত্বে সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বক্তব্য রাখেন। সরকারি কর্মচারীরা নৈতিকভাবে 'হ্যাঁ' ভোটের পক্ষে প্রচার করতে পারেন না- এমন দাবির জবাবে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, বর্তমান সরকার কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার নয়। এটি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের রাজপথে মানুষের রক্তের বিনিময়ে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ আসাদ)

ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আসন সমঝোতার আর সুযোগ নেই

এই মুহূর্তে ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আসন সমঝোতার আর কোনো সুযোগ নেই। তবে, রাজনৈতিক সমঝোতা হতে পারে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মওলানা মামুনুল হক। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন মামুনুল হক। এর আগে, তিনি জামায়াতের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বলেন, শুরু থেকে যে প্রক্রিয়ায় আসন বণ্টন হয়েছে, ইসলামী আন্দোলন না আসায় সমঝোতার ভিত্তিতে একই প্রক্রিয়ায় বাকি ৪৭ আসন বণ্টন হবে। যে আসনে যে দলের প্রার্থীকে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করা হবে, তাকেই একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মামুনুল হক বলেন, সমঝোতা হওয়া আসনগুলোতে যে দলের প্রার্থী থাকবে, তিনি বাদে বাকিরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেবেন। ঐক্যবদ্ধভাবে সেটি প্রত্যাহার করা হবে। ১৯ জানুয়ারির আগে অন্য কোনো কিছুর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। গতকাল ইসলামী আন্দোলনের সংবাদ সম্মেলনের পরে তারা ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ধরে নিয়েই ১০ দল কর্মপরিকল্পনা সাজাচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

এখনো কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দেননি নাজমুল

ক্রিকেটারদের নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করায় পরিচালক এম নাজমুল ইসলামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। নোটিশের জবাব দেওয়ার জন্য ৪৮ ঘণ্টা সময়ও বেধে দেওয়া হয়েছিল। তবে, বিসিবির একটি সূত্র জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছে, নাজমুল এখনো নোটিশের জবাব দেননি। গত বুধবার বিশ্বকাপ ইস্যুতে ক্রিকেটারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কি না- এমন প্রশ্নে নানা আপত্তিকর মন্তব্য করেন বিসিবি পরিচালক নাজমুল। ওইদিন রাতেই তাদের পদত্যাগ দাবি করে ক্রিকেটারদের সংগঠন কোয়াব। তিনি পদত্যাগ না করা পর্যন্ত সব ধরনের ক্রিকেট বয়কটের ঘোষণাও দেয় তারা। এ কারণে চলতি বিপিএলে ঢাকা পর্বের প্রথম কোনো ম্যাচ মাঠে গড়ায়নি। ওইদিনই নাজমুলকে অর্থ কমিটির প্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় বিসিবি। একইসঙ্গে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়। গতকাল বিসিবি পরিচালক ও বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব ইফতেখার রহমান মিঠু জানিয়েছিলেন, নাজমুলের নোটিশের জবাব দেওয়ার সময় শেষ হবে আজ বেলা ১১টায়। সেক্ষেত্রে ইতোমধ্যে সেই সময় পার হয়ে গেছে। তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এখনো নোটিশের জবাব দেননি নাজমুল। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারাও নিশ্চিত নন আদৌ নাজমুল নোটিশের জবাব নেবেন কি না। কারণ এ বিষয়ে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করেননি নাজমুল। এর আগে, গতকাল মিঠু জানিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশের জবাব না দিলে নাজমুলের বিরুদ্ধে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে বিসিবির ডিসিপ্লিনারি বিভাগ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

জামায়াতে যোগ দিলেন মুফতি আলী হাসান উসামা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন মুফতি আলী হাসান উসামা। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মওলানা আব্দুল হালিম ও এহসানুল মাহবুব জোবায়েরের উপস্থিতিতে তিনি জামায়াতে ইসলামীর সহযোগী ফরম পূরণ করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

বাকি ৪৭ আসন নিয়ে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে : জামায়াত

ইসলামী আন্দোলনের জন্য রাখা ৪৭ আসন সম্পর্কে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। ইসলামী আন্দোলনের জন্য রাখা ৪৭ আসনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এহসানুল মাহবুব জোবায়ের আরও জানান, লিয়াজোঁ কমিটি আলোচনা করে প্রস্তাব পেশ করবে। এরপর শীর্ষ নেতারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে নির্বাহী পরিষদের সবাই রয়েছেন। বৈঠকে নারী বিভাগের দায়িত্বশীল ও দলের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন। ২২ তারিখ থেকে প্রচারের কাজ শুরু হবে। কোন জেলায় কখন সফর, সেটাও চূড়ান্ত হচ্ছে। এছাড়াও, আমাদের ইশতেহার আজ চূড়ান্ত হবে। পরবর্তী যে-কোনো সময়ে জাতির সামনে তুলে ধরবো। জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, নির্বাচন সামনে রেখে নেতারা ব্যস্ত। তারা নিজ নির্বাচনি আসনে চলে যাবেন। তাই আজ অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজকের বৈঠকে অনেকগুলো পলিসি নিচ্ছি। সবগুলো আমরা শিগ্গির জানাবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

ইসিতে আব্দুল আউয়াল মিন্টু ও হাসনাত আবদুল্লাহর হট্টগোল

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আপিল শুনানিকালে বিএনপি প্রার্থী আব্দুল আউয়াল মিন্টু ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর মধ্যে হট্টগোল হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে মানিকগঞ্জ-৩ আসনের প্রার্থী আফরোজা খানমের মনোনয়নপত্রের বৈধতার বিরুদ্ধে আপিল শুনানির বিরতি চলছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুনানিতে আফরোজার দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট সিনিয়র আইনজীবীদের ব্যাখ্যা নেন ইসি। দুপুরে ব্যাখ্যা গ্রহণের শেষ দিকে শুনানি আধা ঘণ্টার জন্য বিরতি দেয় কমিশন। তখন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) নেতৃত্বে পুরো কমিশন আসন ত্যাগ করার পরপরই আপিলের পক্ষে ও বিপক্ষের আইনজীবীরা বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। এ জটলার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফেনী-৩ আসনের বিএনপি প্রার্থী আব্দুল আউয়াল মিন্টু। দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে তারও বৈধ মনোনয়নপত্র বাতিলের আপিল হয়েছে। এজন্য শুনানিতে অংশ নিতে তিনি ইসিতে আসেন। জটলায় তিনি মনোনয়ন বাতিল করতে চাওয়া পক্ষের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এ সময় অন্য এক আপিলের শুনানির জন্য ইসি মিলনায়তনে উপস্থিত কুমিল্লা-৪ আসনের এনসিপি প্রার্থী আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি আব্দুল আউয়াল মিন্টুর ক্ষোভ প্রকাশ নিয়ে আপত্তি তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। তখন আব্দুল আউয়াল মিন্টুকে আইনজীবীরা সরিয়ে নিলে তার ছেলে তাবিথ আউয়াল কথা বলে হাসনাতকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিরতির পর শুনানি শুরু হলে হাসনাত কমিশনের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, বিএনপি প্রার্থী আব্দুল আউয়াল মিন্টু অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। ব্লাডি সিটিজেন বলেছেন এবং বলপ্রয়োগেরও চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, "আমরা ঘটনাটি শুনেছি। এটাকে অনাকাঙ্ক্ষিত বলি। আশা করছি, কেউ আর এ ধরনের ঘটনা ঘটাবেন না।" তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য নির্বাচনি তদন্ত কমিটির কাছে অভিযোগ করার পরামর্শ দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয় : সালাহউদ্দিন

বিএনপির ভদ্রতাকে দুর্বলতা ভাবা ঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) দুপুরে রাজধানীর চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে বিগত সরকারের আমলে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'মায়ের ডাক' ও 'আমরা বিএনপি পরিবার' এর যৌথ আয়োজনে সভায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, একটি রাজনৈতিক দল কৌশলে নির্বাচন থেকে সরে যেতে চায়, কিন্তু বিএনপি তাদের সেই সুযোগ দেবে না। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সমতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হবে। তিনি বলেন, গণতন্ত্র উত্তরণের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না, দেশে গণতন্ত্র অবশ্যই ফিরে আসবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

ডেমরায় নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর ডেমরার বক্স নগর এলাকার একটি বাসা থেকে কোহিনুর আক্তার (৩৬) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) গভীর রাতে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ডেমরা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাফসান মোল্লা জানান, রাতে খবর পেয়ে ডেমরার পূর্ব বক্স নগর এলাকার একটি বাসা থেকে ওই নারীর মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। স্বজনদের বরাত দিয়ে এসআই রাফসান জানান, কলহের জেরে নিজ কক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ফাঁস দেন কোহিনুর। পরে খবর দিলে আমরা তার মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠাই। তবুও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

পুলিশের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি দিলেন ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পরিবারের মেধাবী সন্তানদের অনুপ্রেরণা জোগাতে শিক্ষাবৃত্তি-২০২৪ প্রদান করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাজারবাগের বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ৫১৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন ডিএমপি কমিশনার। বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, সন্তানরা শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না, তাদের নীতি-নৈতিকতাও শেখাতে হবে। নৈতিকতাবিহীন মানুষ দিয়ে কখনোই উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নৈতিক শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হবে এবং নিজেরাও নীতি-নৈতিকতা মেনে চলতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

দেশে পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের সঙ্গে থাকবে প্রার্থীর নাম

দেশের ভেতরে ব্যবহৃত পোস্টাল ব্যালটে প্রতীকের পাশাপাশি প্রার্থীর নাম যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। যদিও প্রবাসীদের জন্য এরই মধ্যে পাঠানো পোস্টাল ব্যালটে কেবল প্রতীক রয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এমন তথ্য জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ। তিনি বলেন, "প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে নয়,

কেবল দেশের ভেতরে যারা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন, তাদেরটিতে প্রতীকের পাশাপাশি প্রার্থীর নাম যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।" গত বৃহস্পতিবার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পোস্টাল ব্যালটে কেবল প্রতীক নয়, এর পাশাপাশি প্রার্থীর নামও যুক্ত করার দাবি জানান। এক্ষেত্রে সাধারণ ব্যালট যেমন থাকে, তেমন পোস্টাল ব্যালট পাঠানোর দাবি করেন। প্রবাসীদের জন্য পাঠানো ব্যালটে কেবল প্রতীক রয়েছে। এতে ধানের শীষ প্রতীকটি ব্যালটের ভাঁজে পড়ে যাওয়ায় এ নিয়ে আপত্তি রয়েছে বিএনপির।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

চন্দনাইশে দুই জুলাই যোদ্ধার ওপর হামলার অভিযোগ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশে গেজেটধারী জুলাই যোদ্ধা এবং চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এনসিপির নির্বাহী সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ ও মঈন উদ্দীন মাহিনের ওপর সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ উঠেছে। চট্টগ্রাম-১৪ (চন্দনাইশ-সাতকানিয়া আংশিক) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদ জসিমের অনুসারীরা এ হামলা করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে, বিষয়টি অস্বীকার করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জসিম উদ্দিন আহমেদ জসিম। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাত প্রায় ১১টায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের বদুরপাড়া পেট্রোল পাম্পের সামনে ঘটনাটি ঘটে বলে দাবি করা হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সংগঠক সাজ্জাদ হোসেন রাহাত জানান, শুক্রবার রাতে সিএনজিচালিত টেক্সিযোগে পটিয়া থেকে চন্দনাইশের বাড়ি ফিরছিলেন হাসনাত আবদুল্লাহ ও মঈন উদ্দীন মাহিন। পথে বদুরপাড়া এলাকায় পৌঁছালে ১০-১২ জন দুর্বৃত্ত তাদের গতিরোধ করে। তিনি বলেন, এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তাদের মুখ চেপে ধরে ছুরিকাঘাত ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে হামলাকারীরা। গুরুতর আহতাবস্থায় স্থানীয়রা প্রথমে তাদের চন্দনাইশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু-জনকেই চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। সাজ্জাদ হোসেন রাহাত বলেন, স্বৈরাচারের দোসর জসিমের বিরুদ্ধে গত ১০ জানুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে আমরা মানববন্ধন করেছিলাম। এরপর থেকে তার অনুসারীরা বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকি দিয়ে আসছিল। এ ঘটনায় শুক্রবার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। তিনি হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

শুধু এক দেশের বিরুদ্ধে কথা বললেই দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেছেন, শুধু একটা দেশের বিরুদ্ধে কথা বললেই দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না। আমি এবং আমরা একটা বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে বরাবর সংগ্রাম করেছি, আজও করেছি, আগামী দিনও করবো। তার অর্থ এই নয় যে, আমি অনেক দেশপ্রেমিক। তিনি বলেন, আগে নিজের দেশকে ভালোবাসতে হবে, তারপরে অন্য দেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে হবে। মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার্স ইউনিটির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় কচিকাঁচা ভবন মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি। উপস্থিত মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টারদের উদ্দেশ্যে মির্জা আব্বাস বলেন, তোমরা সবাই তরুণ। তোমাদের এ বয়সটা থাকতে থাকতে চিনে রাখতে হবে, এ দেশে দেশপ্রেমিক কারা, দেশের বিরুদ্ধে কারা। তিনি বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন যে, "আমি আমার দেশ সম্পর্কে, দেশের স্বার্থ সম্পর্কে কথা বলবো। আমার দেশের স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে যদি অন্য কারও স্বার্থে আঘাত লাগে, তাতে আমার কিছু আসে যায় না।" আমিও একই কথা বলতে চাই, অন্য দেশের বিরোধিতা করে দেশপ্রেম শেখানো যায় না। নিজের দেশকে ভালোবেসে অন্য দেশে বিরোধিতা করেন, কোনো অসুবিধা নেই। গণভোট নিয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, আমরা তো হ্যাঁ-'না' ভোটের কথা অস্বীকার করি না। যার প্রয়োজন সে 'হ্যাঁ'-তে ভোট দেবে, যার প্রয়োজন, সে 'না'-তে ভোট দেবে। এ স্বাধীনতা তো আমরা অর্জন করেছি। কিন্তু আপনি জোর করে কোনো পক্ষে ভোটের দাবিদার হতে পারেন না। এ কথাটা মানুষকে মানতে হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

জামায়াতের ইশতেহার আজ চূড়ান্ত হবে : এহসানুল মাহবুব

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি ইশতেহার আজ (১৭ জানুয়ারি) চূড়ান্ত হবে বলে জানিয়েছেন দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার দিকে জামায়াতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি। তিনি বলেন, আজকের বৈঠকে নির্বাহী পরিষদের সবাই রয়েছেন। বৈঠকে নারী বিভাগের দায়িত্বশীল ও দলের কিছু বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন। ২২ জানুয়ারি থেকে প্রচারের কাজ শুরু হবে। কোন জেলায় কখন সফর, সেটাও চূড়ান্ত হচ্ছে। এছাড়াও, আমাদের ইশতেহার আজ চূড়ান্ত হবে। পরবর্তী যে-কোনো সময়ে জাতির সামনে তুলে ধরবো। ইসলামী আন্দোলনের জন্য রাখা ৪৭ আসন সম্পর্কে লিয়াজোঁ কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, লিয়াজোঁ কমিটি আলোচনা করে প্রস্তাব পেশ করবে। এরপর শীর্ষ নেতারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। জামায়াতের এই নেতা আরও বলেন, "নির্বাচন সামনে রেখে নেতারা ব্যস্ত। তারা নিজ নির্বাচনি আসনে চলে যাবেন। তাই আজ অনেক বিষয় নিয়ে

আলোচনা করছি। নির্বাচন উপলক্ষ্যে আজকের বৈঠকে অনেকগুলো পলিসি নিচ্ছি। সব গুলো আমরা শিগ্গির জানাবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

দ্বৈত নাগরিক-ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে সুযোগ দিলে রাজপথে নামবো

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দ্বৈত নাগরিক এবং যারা ঋণখেলাপি, তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দিলে আইনি লড়াই এবং রাজপথে নামার ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ বলেন, সংবিধানে এবং আরপিওতে উল্লেখ আছে, কারও দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকলে সংসদ সদস্য প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন। এরপরও আমরা দেখলাম যে, অনেকেই দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনে গিয়ে গুন্ডামি করছেন, নির্বাচন কমিশনে একেকজন ২০০-৩০০ লোক নিয়ে যাচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য এবং আমরা দেখতে পাই যে, নির্বাচন কমিশনও নানা ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন (ব্যাখ্যা), নানা ধরনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তাদের বৈধতা দানের এক ধরনের প্রবণতা আমরা দেখতে পেয়েছি। যেটা আমাদের দেশের জন্য, আমাদের দেশের সংবিধানের জন্য, নির্বাচন ব্যবস্থার জন্য এবং সর্বোপরি গণতন্ত্রের জন্য অশনি সংকেত। এনসিপির মুখপাত্র বলেন, আমরা এটা স্পেসিফিকলি দেখতে পাচ্ছি, বিএনপির প্রার্থীদের পক্ষ থেকে। বিএনপি নিজেদের গণতান্ত্রিক, গণতন্ত্রের ধারক-বাহক, গণতান্ত্রিক বলে বিভিন্ন জায়গায় বলে আসছে এবং মনে করে। কিন্তু তাদের কাজ-কর্মে আমরা দেখি যে, তারা সম্পূর্ণ ১৮০ ডিগ্রি টার্ন নিয়ে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের সংবিধানের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের যে লুটেরা শ্রেণি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে, যারা দেশটাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে লুট করে বিদেশে নাগরিকত্ব নিয়েছে, বিদেশে বাড়িঘর করেছে, বিদেশে সম্পত্তির পাহাড় করেছে এবং এখন আবার যখন গণতন্ত্রের সময় এসেছে, যখন নির্বাচনের সময় এসেছে, আবারও জনপ্রতিনিধি হওয়ার জন্য দেশে এসে সেই দ্বৈত নাগরিকত্বসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পাঁয়তারা করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রধান উপদেষ্টাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানালেন তারেক রহমান

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ফুলের তোড়া পাঠিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তারেক রহমানের সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান ও মেয়ে ব্যারিস্টার জাইমা রহমানও প্রধান উপদেষ্টাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ফুলের তোড়াটি পৌঁছে দেওয়া হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, বিএনপি চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব ও সরকারের সাবেক সচিব এ বি এম আব্দুস সাত্তার প্রধান উপদেষ্টার কাছে ফুলের তোড়াটি পৌঁছে দেন। শুভেচ্ছা বার্তায় প্রধান উপদেষ্টার সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

মালয়েশিয়ায় লরি উল্টে ২ বাংলাদেশি নিহত, গুরুতর আহত ১

মালয়েশিয়ার পেহাংয়ে লরি উল্টে দুই বাংলাদেশি শ্রমিক নিহত ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তারা পামওয়েল বাগানের শ্রমিক ছিলেন। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে রোমপিন জেলার কামপুং পেরভিরা জয়ার কাছে জালান ফেলদা সেলানচার-ফেলদা রেডং সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এনএসটি অনলাইনের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নিহত দু-জন হলেন মো. কাদের (৩৪) ও মো. ডালিম (৩০)। দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি লরিচালক অক্ষত থাকলেও, পেছনে থাকা আরেক শ্রমিক গুরুতর আহত হন। রোমপিন জেলা পুলিশ সুপার শরিফ শাই শরিফ মন্দোই জানান, চারজন বিদেশি শ্রমিক একটি লরিতে করে কীটনাশক বহন করছিলেন। লরির সামনে চালকসহ দু-জন এবং পেছনে আরও দু-জন অবস্থান করছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, লরিচালক একটি গাড়িকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের বাম পাশে উল্টে যায়। এতে সামনের আসনে থাকা মো. কাদের ও পেছনের যাত্রী মো. ডালিম ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিককে সেগামাত হাসপাতালের রেড জোনে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। দু-জনের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুয়াদজাম শাহ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকা সত্ত্বেও, ওই ব্যক্তিকে লরি চালাতে দেওয়ার বিষয়ে গাড়ির মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। চারজনেরই বৈধ ভ্রমণ নথি ও বাগানে কাজের অনুমতিপত্র ছিল বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। ঘটনাটি সড়ক পরিবহন আইনে তদন্তাধীন রয়েছে। এই ধারায় দোষ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার রিঙ্গিত জরিমানার বিধান রয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে পারে রোববার

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল আগামীকাল রোববার (১৮ জানুয়ারি) প্রকাশ করা হতে পারে। এদিন বিকেল বা সন্ধ্যায় ফল প্রকাশের লক্ষ্যে কাজ করছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিসি অ্যান্ড অপারেশনস বিভাগের একজন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কর্মকর্তা বলেন, “উত্তরপত্র স্ক্যানিংয়ের কাজ শেষ। বুয়েটের

বিশেষজ্ঞ টিম এ কাজ করেছে। ফলাফল প্রস্তুতের কাজেও ভালো অগ্রগতি হয়েছে। কাজ শেষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দিলে আগামীকাল (রোববার) ফল প্রকাশ করা হতে পারে। যদি কোনো কারণে তা না হয়, সেক্ষেত্রে ২০ জানুয়ারির মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে।" প্রতি পদের বিপরীতে কতজনকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হবে, তা নিয়ে আলোচনা চলছে জানিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেন, আগে সিদ্ধান্ত ছিল জেলাভিত্তিক শূন্যপদের বিপরীতে তিনজন প্রার্থীকে ভাইভায় ডাকা হবে। তবে, জালিয়াতিসহ নানান অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আরও বেশি প্রার্থীকে ভাইভা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা পেলে হয়ত প্রতিটি শূন্যপদের বিপরীতে পাঁচজনকে ভাইভায় ডাকা হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) আবু নূর মো. শামসুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, "খুব শিগ্গির ফল প্রকাশ করা হবে। ফল প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ টিম কাজ করছে। প্রস্তুতি শেষে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলাপ করে ফলাফল প্রকাশ করা হবে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

রাজধানীতে জুতার কারখানায় আগুন, কর্মচারী দগ্ধ

রাজধানীর বংশালে একটি জুতার কারখানায় আগুন লেগেছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে নাজিরা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এতে এক কর্মচারী দগ্ধ হয়েছেন। আহত কর্মচারীর নাম মো. সিজাম (১৯)। তাকে উদ্ধার করে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। তার শরীরের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক সহকারী অধ্যাপক শাওন বিন রহমান জানান, সিজামের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসক শাওন বলেন, "আমরা দগ্ধ যুবকের কাছে জানতে পেরেছি, আমিন মিয়ার জুতার কারখানার তৃতীয় তলায় আঠার কাজ করার সময় এই আগুনের সূত্রপাত ঘটে।" ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, "নাজিরা বাজারে জুতার কারখানায় আগুনের ঘটনায় এক কর্মচারী এসেছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। তাকে আইসিইউতে ভর্তি দেওয়া হয়েছে।" (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

কাউকে 'ব্লাডি সিটিজেন' বলে আবার তাদের কাছেই ভোট চাইবেন, তা হবে না

নির্বাচন কমিশনে (ইসি) প্রার্থিতা নিয়ে আপিল শুনানি চলাকালে বিএনপি নেতা আব্দুল আউয়াল মিন্টু অশোভন আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ। সেই সঙ্গে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ায় কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলেন কুমিল্লা-৪ আসনের প্রার্থী হাসনাত। তিনি বলেন, "অ্যাকাডেমিক পরিবেশে যখন আইনজীবীরা দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে যুক্তি-তর্ক করছিলেন, তখন আব্দুল আউয়াল মিন্টু হঠাৎ তেড়ে যান এবং 'ব্লাডি সিটিজেন' বলে গালিগালাজ করেন। এমনকি পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, তার ছেলে তাবিথ আউয়াল তাকে কমিশন কক্ষ থেকে বাইরে নিয়ে যেতে বাধ্য হন।" আব্দুল আউয়াল মিন্টুর আচরণের সমালোচনা করে এনসিপির এ নেতা বলেন, "যারা এলিটিজম দেখাতে আসে, তারা যেন রাজনৈতিক এলিটিজম ঘরেই রেখে আসে। আপনি কাউকে ব্লাডি সিটিজেন বলবেন, আবার তাদের কাছেই ভোট চাইবেন, সেটা হবে না।" হাসনাতের অভিযোগ, আব্দুল আউয়াল মিন্টুর মতো বিদেশে অর্থ পাচারকারী এলিট শ্রেণির একটি অংশ তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করে নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা করেছে। তিনি বলেন, "রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে যারা ব্যবসা করেন এবং সেফ এক্সিট নেন, তাদের আমরা ২৪-পরবর্তী বাংলাদেশে দেখতে চাই না।" এছাড়া, শুনানি চলাকালে ইসির সামনেই একজন প্রার্থীকে হেনস্তা ও প্রহারের ঘটনায় কমিশনের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন হাসনাত। তিনি বলেন, "ইসির সামনেই একজন প্রার্থীকে প্রহার করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। এতে প্রশ্ন ওঠে, অন্য প্রার্থীদের নিরাপত্তা নির্বাচন কমিশন কীভাবে নিশ্চিত করবে?" কমিশন এ ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করছে এবং লিখিত অভিযোগ দিতে বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে জানিয়ে এনসিপি নেতা বলেন, "এটা অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্টরের কাছে নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে গেলে যেভাবে লিখিত দিতে বলা হতো, ইসির প্রতিক্রিয়াও তেমনই। আমরা কমিশনকে রুলিং জারি করতে বলেছিলাম। কিন্তু কমিশন তা না করে বিষয়টি এড়িয়ে গেছে।" নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "কমিশন যদি এসব শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তবে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের রক্ত দেওয়া বৃথা হবে। নির্বাচনের সময় টাকার জোরে সবকিছু ম্যানেজ করার সংস্কৃতি আর চলতে দেওয়া হবে না।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

নগরীর প্রত্যেককে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা হবে : মেয়র শাহাদাত

চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রত্যেককে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এক ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্পে তিনি এ কথা জানান। মেডিক্যাল ক্যাম্পে আগত রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। চট্টগ্রামের চর চাক্তাই, দক্ষিণ বাকলিয়া এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্রিটিশ বাংলা ওয়েলফেয়ার এর উদ্যোগে একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় মানুষের জন্য আয়োজিত এই ক্যাম্পে শতাধিক মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও প্রয়োজনীয়

ঔষধ পেয়েছেন। এ সময় মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রামকে একটি হেলদি সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে নগরীর প্রতিটি মানুষকে স্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনতে হবে। সাধারণ মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব এবং এটি কোনো একক প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়; সম্মিলিত উদ্যোগেই এটি সম্ভব। তিনি বলেন, নগরীর নিম্ন আয়ের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অনেক সময় চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। সিটি করপোরেশন এসব মানুষের জন্য নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবার কার্যক্রম জোরদার করছে। ডা. শাহাদাত বলেন, স্বাস্থ্য সেবা শুধু চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

চট্টগ্রাম মহানগরী থেকে ৩৩০ দুষ্কৃতিকারীকে বহিষ্কার

পুলিশ ৩৩০ ব্যক্তিকে দুষ্কৃতিকারী আখ্যায়িত করে তাদের চট্টগ্রাম মহানগর থেকে বহিষ্কার করেছে। এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাদের নগরীতে প্রবেশ ও অবস্থানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) এ বিষয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেন চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিএমপি অধ্যাদেশ, ১৯৭৮-এর ৪০, ৪১ ও ৪৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহানগর এলাকায় অবস্থানরত বিভিন্ন দুষ্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৩৩০ পর্যন্ত ব্যক্তিকে চট্টগ্রাম মহানগরী এলাকা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাদের মহানগরীতে প্রবেশ ও অবস্থান নিষিদ্ধ থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ আদেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে মোট ১২ পৃষ্ঠার একটি তালিকা সংযুক্ত রয়েছে, যেখানে বহিষ্কৃত ব্যক্তিদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

তারেক রহমানের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক, নির্বাচন নিয়ে আলাপ

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। বৈঠকে নির্বাচন এবং আগামী দিনে বাংলাদেশের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এবং দলের চেয়ারম্যানের ফরেন অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজারি কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির। তিনি জানান, বৈঠকে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেছেন যে, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলে যুক্তরাজ্য দুই দেশের উন্নয়ন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে কাজ করতে আগ্রহী। হুমায়ুন কবির আরও বলেন, বৈঠকে নির্বাচন প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়েছে এবং বাংলাদেশের নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে ব্রিটিশ হাইকমিশনার ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেছেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে এ বৈঠক হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এবং যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির। এর আগে, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত নেপাল ও ভুটানের রাষ্ট্রদূত।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

ঐতিহাসিক সেই পতাকা তারেক রহমানের হাতে তুলে দিলেন মুত্তাকিন

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সময় দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের ওপর গুলিবর্ষণের নির্মম বাস্তবতার মধ্যেই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রদল কর্মী মুত্তাকিন। সেই আন্দোলনের স্মারক হিসেবে ঐতিহাসিক সেই জাতীয় পতাকা বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের হাতে তুলে দিয়েছেন তিনি। শনিবার (১৭ জানুয়ারি) বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে এক সাক্ষাৎ শেষে পতাকাটি উপহার হিসেবে তারেক রহমানের হাতে তুলে দেন মুত্তাকিন। এ সময় ছাত্রদল সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির উপস্থিত ছিলেন। ২০২৪ সালের ১৮ জুলাই, রাজধানীর যাত্রাবাড়ির কাজলা ফ্লাইওভারের ওপর দাঁড়িয়ে খোলা বুকে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেশবাসীকে আন্দোলনের পক্ষে উদ্বুদ্ধ করেন মুত্তাকিন। ওই সময় সারা দেশে ছাত্রদের ওপর গুলি বর্ষণের ঘটনায় ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া সেই দৃশ্য অনেকের কাছে আন্দোলনের এক প্রতীকী মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১৭.০১.২০২৬ রিহাব)

BBC

IRAN SUPREME LEADER BLAMES US FOR DEADLY PROTESTS

Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, has accused the US and Donald Trump of being responsible for "casualties, damage and slander" in his country during recent protests. In a speech on Saturday, Khamenei acknowledged that thousands of people had been killed during recent unrest, "some in an inhuman, savage manner" but blamed the deaths on "seditionists". The US president has urged Iranian anti-government demonstrators to "keep protesting" and threatened military intervention if security forces kill them. Protests in Iran

have claimed 3,090 lives, according to US-based Iranian Human Rights Activists News Agency (HRANA), in unrest that started over the economy on 28 December.
(BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

MUSEVENI WINS THE UGANDAN PRESIDENTIAL ELECTION

President Yoweri Museveni has been declared the winner of Thursday's election extending his four decades in power by another five years. He gained 72% of the vote, the election commission announced, against 25% for his closest challenger Bobi Wine, who has condemned what he described as "fake results". Wine has called on Ugandans to hold non-violent protests. Museveni, 81, first came to power as a rebel leader in 1986 but since then has won seven elections. (BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

SYRIAN ARMY MOVES EAST OF ALEPPO AFTER KURDISH FORCES WITHDRAW

The Syrian army is moving into areas east of Aleppo city, after Kurdish forces started a withdrawal. Syrian troops have been spotted entering Deir Hafer, a town about 50km from Aleppo. On Friday, the Kurdish Syrian Democratic Forces (SDF) militia announced it would redeploy east of the Euphrates river. This follows talks with US officials, and a pledge from Syrian President Ahmed al-Sharaa to make Kurdish a national language. After deadly clashes last week, the US urged both sides to avoid a confrontation. President al-Sharaa is seeking to integrate the Kurds military and civilian bodies into Syrian national institutions. (BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

BLAIR AND RUBIO AMONG NAMES ON GAZA 'BOARD OF PEACE'

The Trump administration has named US Secretary of State Marco Rubio and former UK prime minister Sir Tony Blair as two of the founding members of its "Board of Peace" for Gaza. Trump's Middle East envoy Steve Witkoff and the president's son-in-law Jared Kushner will also sit on the "founding executive board", the White House said in a statement on Friday. Trump will act as chairman of the board, which forms part of his 20-point plan to end the war between Israel and Hamas. It is expected to temporarily oversee the running of Gaza and manage its reconstruction. (BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

PAHLAVI URGES WORLD TO HELP PROTESTERS TOPPLE IRAN'S GOVERNMENT

The exiled son of the last Iranian shah (king) has called on the world to help protesters topple Iran's government, saying he is confident "the Islamic Republic will fall - not if, but when". Reza Pahlavi, a US-based opposition leader, asked the world to target Iran's Revolutionary Guard leadership, which he said would "facilitate our tusk and prevent more loss of life". More than 2,600 protesters have been killed, according to a human rights group, in demonstrations that started over the economy on 28 December and turned into calls for the end of the rule of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. The Iranian government has called the protests "riots" backed by Iran's enemies.
(BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

UGANDA OPPOSITION LEADER SAYS HE HAS ESCAPED

Ugandan opposition leader Bobi Wine says he has escaped from house arrest after the police denied claims from his party that he had been seized by helicopter, with the final result of Thursday's election to be announced shortly. Wine's party had said a helicopter landed in the grounds of his house in the capital, Kampala, and forcibly took him to an unknown location. He has since issued a statement saying he managed to escape during the night raid by the security forces and was no longer at his home, but his wife and other relatives were still under house arrest. The latest results show that President Yoweri Museveni has a commanding lead and is set to extend his 40 years in power.
(BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

TRUMP'S NEW PLAN TO GREENLAND TAKEOVER

US President Donald Trump has threatened to place tariffs on nations that do not go along with his ambitions to annex Greenland. Trump said at a White House meeting that he "may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland", which is a self-governing territory controlled by Denmark. He did not say which countries might be hit with new tariffs, or what authority he would invoke to use such import taxes in pursuit of his goal. Along with Denmark and Greenland, other countries oppose his plans, and many in the US have expressed scepticism about an acquisition. As Trump spoke, a bipartisan congressional delegation was visiting Greenland to show support for the territory.
(BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

MACHADO VOWS TO LEAD VENEZUELA 'WHEN RIGHT TIME COMES'

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado has vowed she will lead the country"when the right time comes". "'There's a mission, and we are going to turn Venezuela into that land of grace, and I believe I will be elected when the right time comes as president of Venezuela, the first woman president," she told Fox News. Her comments come a day after she gave President Donald Trump her Nobel Peace Prize medal, calling it a recognition of his commitment to Venezuela's freedom. The US seized Venezuela's President Nicolas Maduro in Caracas on 3 January and removed him to New York to face various drugs and weapons charges. (BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

GUINEA'S JUNTA LEADER POISED TO BECOME CIVILIAN PRESIDENT

From the moment he seized power in September 2021 Guinea's Mamadi Doumbouya struck an imposing figure. Just 36 years old at the time, the broad-shouldered colonel, standing at well over six feet, wearing military fatigues, mirrored sunglasses and a red beret certainly made an impression when announcing the coup. A relatively unknown member of an elite army unit, he declared that the government of ousted President Alpha Conde had disregarded democratic principles and that citizens rights were being trampled on. After more than four years of acting as interim president, and going back on a promise not to run for leadership of the country, Doumbouya, now 41, is set to be sworn in as the elected head of state on Saturday. This discreet, disciplined and private man won 87% of the vote in December's election against a severely depleted field.

(BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

CANADA'S DEAL WITH CHINA SIGNALS IT IS SERIOUS ABOUT SHIFT FROM US

Prime Minister Mark Carney's new approach to Canada's foreign policy can perhaps be distilled in one line: "We take the world as it is, not as we wish it to be." That was his response when asked about the deal struck with China on Friday, despite concerns over its human rights record and nearly a year after he called China "the biggest security threat" facing Canada. The deal will see Canada ease tariffs on Chinese electric vehicles that it imposed in tandem with the US in 2024. In exchange, China will lower retaliatory tariffs on key Canadian agricultural products. Experts told the BBC the move represents a significant shift in Canada's policy on China, one that is shaped by ongoing uncertainty with the US, its largest trade partner. (BBC News Web Page: 17/01/26, FARUK)

:: THE END::